সূচিপত্র

ক্রমিক নং	অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা নং
১।	প্রথম অধ্যায়	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, পরিসর, প্রবর্তন এবং অনুচ্ছেদসমূহের ব্যাখ্যা	
২।	দ্বিতীয় অধ্যায়	আইনের উদ্দেশ্য	
৩।	তৃতীয় অধ্যায়	ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর অধিকার ও স্বত্ব	
৪।	চতুর্থ অধ্যায়	জরুরী ভুক্তভোগীর জন্য বিশেষ সুরক্ষা	
৫।	পঞ্চম অধ্যায়	ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীদের জন্য অফিস	
৬।	ষষ্ঠ অধ্যায়	ক্ষতিপূরণ এবং ক্ষতিপূরণ শুল্ক	
৭।	সপ্তম অধ্যায়	অপরাধের ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর সহিত কৃত অপরাধসমূহ	
৮।	অষ্টম অধ্যায়	অপরাধের শিকার ভুক্তভোগীদের এবং সাক্ষীদের জন্য সহায়তা ও সুরক্ষা বিভাগ	
৯।	নবম অধ্যায়	অডিও-ভিজ্যুয়াল লিঙ্কের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ	
১০।	দশম অধ্যায়	সাধারণ	
১১।	একাদশ	বিবিধ	

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	অধ্যায়	

	ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষা আইন ,২০২০
শিরোনাম	যেহেতু অপরাধের ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর অধিকার ও স্বত্ব নির্ধারণ এবং সেই সকল অধিকার ও স্বত্বের সুরক্ষা ও প্রচারকল্পে একটি আইন একীভূত করা ও সংজ্ঞায়িত করা সমীচীন যাহার উদ্দেশ্য হইবে অপরাধের ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীর সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিধি, মান এবং উপযুক্ত ব্যবহার নিরুপণ করিয়া কার্যকর ও সংশোধন করা;
	প্রথম অধ্যায় **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন এবং প্রয়োগ**
সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, পরিসর এবং প্রবর্তন	১। ক) আইনটি ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষা আইন, ২০২০ নামে পরিচিত হইবে। খ) উক্ত আইনের ব্যাপ্তি হইবে সমগ্র বাংলাদেশ এবং যে কোন ফৌজদারি আদালতে সকল বিচারিক কাজে ও যে কোন কমিশনে প্রযোজ্য হইবে; কিন্তু কোন কোর্ট মার্শাল, আদালত বা কোন কর্মকর্তার সামনে উপস্থাপিত কোন হলফনামা কিংবা কোন সালিসে প্রযোজ্য হইবে না।

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	গ) ইহা …….. হইতে কার্যকর হইবে।
সংজ্ঞাসমূহ	২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-
(ক) "কর্তৃপক্ষ"	অর্থ একটি সংস্থা যাহা এই আইনের অধীনে কারয সম্পাদন সম্পাদনের জন্য সরকার সময়ে সময়ে নিযুক্ত করিতে পারিবে;
(খ) "শিশু"	অর্থ আঠারো বছরের নিচে যে কোন ব্যক্তি;
(গ) "আদালত"	অর্থ আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ, এবং যে কোন সেশন আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত যেখানে এই আইনের তফসীলের অধীন কোন অপরাধ অনুসন্ধান বা বিচার বা আপিল বা রিভিশনের জন্য বিচারাধীন রহিয়াছে, তা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
(ঘ) "কোড"	অর্থ ফৌজদারি দণ্ডবিধি, ১৮৯৮; (৫ নং আইন ,১৮৯৮);
(ঙ) "কমিশন"	অর্থ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং অন্য যে কোন কমিশন যেখানে অপরাধের ভুক্তভোগী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার কোন ব্যক্তি ও সাক্ষী অভিযোগ জানাতে পারে;
(চ) "তহবিল"	অর্থ আইন অনুসারে গঠিত ভুক্তভোগী ত্রাণ তহবিল;
(ছ) "হুমকি"	অর্থ কোন তদন্তকারী সংস্থার নিকট কিংবা বিচার বা আপিল বা রিভিশন চলাকালীন ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর সাক্ষ্যকে প্রভাবান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে যেকোন ব্যক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বা সম্ভাব্য যে কোন ধরণের চাপ প্রয়োগ, প্রতিশোধ বা প্রাণনাশ অথবা শারীরিক ক্ষতির হুমকি

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	প্রদর্শন, নিগ্রহ, বলপ্রয়োগ, অবৈধ প্রভাব বিস্তার, সম্পদের ক্ষতিসাধন কিংবা ভীতি প্রদর্শন, অযৌক্তিক প্রভাব বা কোন ধরণের হয়রানি করা যাহা বিচার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত, প্রভাবিত, দুর্বল বা বিপথে চালিত করিয়া অথবা একজন ভুক্তভোগী বা সাক্ষীকে তদন্ত প্রক্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছানো কিংবা ইহার সহায়তা নেওয়া অথবা কোন ট্রাইব্যুনাল বা আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইবার পথে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন ভুক্তভোগী বা সাক্ষী ভীতি প্রদর্শনের শিকার হইয়াছেন কিনা তাহা যাচাইয়ের সময় সেবা প্রদানকারী সংস্থা অবশ্যই নিশ্চিত হইবেনঃ ● সম্ভাব্য মামলায় অভিযুক্ত, তাহার পরিবারের সদস্য বা সহযোগী এবং এমন কোন ব্যক্তি যিনি অভিযুক্ত বা সাক্ষী হইতে পারেন তাহাদের তরফ হইতে ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর প্রতি যেকোন ধরণের ব্যবহার; ● অপরাধের প্রকৃতি এবং অভিযোগে বর্ণিত পরিস্থিতি যাহার সহিত সম্ভাব্য মামলার যোগসূত্র পাওয়া যায়। যৌন অপরাধ বা মানব পাচারের শিকার ভুক্তভোগীর ক্ষেত্রে সয়ংক্রিয়ভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে; ● ভুক্তভোগীর বয়স এবং যদি প্রাসঙ্গিক হয় সেক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি, ধর্মীয় বিশ্বাস বা রাজনৈতিক মতামত, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, পারিবারিক ও কর্মের খোঁজ খবর;
(জ) "তদন্তমূলক কার্যক্রম"	অর্থ এই আইনের তফসিলের আওতায় অপরাধ সংঘটনের সাপেক্ষে অভিযোগ দায়ের বা সাধারণ ডায়েরি করিবার

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	ব্যবস্থা গ্রহণ করা কিংবা বিচার বিভাগীয় তদন্ত বা কোন তদন্ত কর্মকর্তা দ্বারা বা কোন তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা সম্পাদিত তদন্ত সংক্রান্ত যে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা;
(ঝ) "বিচারিক কার্যক্রম"	অর্থ এই আইনের তফসিলের অধীন অপরাধ সংঘটন সাপেক্ষে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে যে কোন ফৌজদারি কার্যক্রম;
(ঞ) "অফিস"	অর্থ এই আইনের ধারা মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষা অফিস এবং ইহার যে কোন শাখা;
(ট) "সুরক্ষা সেবা গ্রহিতা"	অর্থ এই আইনের অধীন সুরক্ষা প্রদান করা হইয়াছে এমন ব্যক্তি;
(ঠ) "সুরক্ষার জায়গা"	অর্থ ভুক্তভোগী বা সাক্ষীকে নিরাপদে রাখাসহ অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নারী ও শিশু বান্ধব কোন স্থান, যাহার মধ্যে সরকার পরিচালিত বাড়ি, ব্যক্তিগত বাড়ি কিংবা বেসরকারি সংস্থার পরিচালিত কোন সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, অন্তর্ভুক্ত হইবে ;
(ড) "নির্ধারিত"	অর্থ এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারিত;
(ঢ) "সম্পর্কিত ব্যক্তি"	অর্থ ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর পারিবারিক সদস্য অথবা অন্য কোন নিকটাত্মীয় কিংবা তাহাদের সহযোগী;
(ণ) 'সেবা প্রদানকারী'	অর্থে মন্ত্রণালয়সমূহ, সরকারি বিভাগসমূহ ও অধিদপ্তরসমূহ অন্তর্ভূক্ত হইবে যাহারা এই আইনের অধীন সেবা প্রদান করিবে। এই আইনের অধীন নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরসমূহ ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের প্রতি সেবা প্রদান করিবেঃ *[একটি তালিকা প্রদান করিতে হইবে]*

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

(ত) "ট্রাইব্যুনাল"	অর্থ ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং অন্যান্য বিশেষ কার্যকর আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল;
(থ) "ভুক্তভোগী"	অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্যকল্পে, অপরাধ সংঘটনের ফলে বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এই আইনের তফসিল অনুযায়ী এককভাবে বা সামষ্টিকভাবে শারীরিক, আবেগ সংক্রান্ত, আর্থিক, সামাজিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন এমন ব্যক্তি বা সরাসরি নির্ভরশীল বা সরাসরি ভুক্তভোগীর পরিবারের ভীতসন্ত্রস্ত কোন সদস্য এবং এমন কোন সদস্য যিনি বিপদাপন্ন ভুক্তভোগীকে সহায়তা করিবার সময় বা ভুক্তভোগীকে আক্রমণ হইতে বাঁচানোর সময় ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন;
(দ) "ভুক্তভোগী/সাক্ষী সুরক্ষা"	অর্থ দায়েরকৃত অভিযোগে নাম থাকুক বা না থাকুক অভিযুক্ত বা তাহার সহযোগী কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা ভীতি প্রদর্শন, হয়রানি বা পুনঃনিগ্রহ হইতে ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকার, সেবা ও স্বত্ব, যাহার মধ্যে স্থানান্তর, অন্তর্ভুক্তি, পরিচিতি পরিবর্তন, কাউন্সেলিং ও আর্থিক সহায়তা প্রদান অন্তর্ভূক্ত হইবে;
(ধ) "সাক্ষী"	অর্থ এমন একজন ব্যক্তি — (ক) যিনি অপরাধ সংঘটন বা মৌলিক অধিকার বা মানবাধিকারের লঙ্ঘনের সাপেক্ষে যে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধির নিকট তথ্য দিয়া অভিযোগ দায়ের করিয়াছে এবং যাহার ভিত্তিতে কোন তদন্ত হইয়াছে বা হইবে; (খ) যিনি কোন কথিত অপরাধ সংঘটনের বা মৌলিক

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	অধিকার অথবা মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত চলাকালীন সেই বিষয়ে যে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন এবং তথ্য প্রদান করিয়াছেন; (গ) যিনি কোন ভুক্তভোগীর করা অভিযোগ বা আইনানুগ ব্যবস্থার সমর্থনে দলিল বা বক্তব্য দাখিল করিয়াছেন; (ঘ) যিনি কোন কমিশনকে তথ্য প্রদান করিয়াছেন বা যোগাযোগ করিয়াছেন; (ঙ) যাহার কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা কমিশনের কাছে প্রদত্ত তথ্যের কারণে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন বিচারিক বা আধা বিচারিক প্রক্রিয়ায় বক্তব্য প্রদান কিংবা স্বীকারোক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে আদালত কর্তৃক তলব হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে; (চ) কোন আদালত বা কমিশন কর্তৃক কোন বিচারিক কিংবা আধা বিচারিক প্রক্রিয়ায় বক্তব্য প্রদান, স্বীকারোক্তি বা কোন তথ্য, রিপোর্ট অথবা বস্তু প্রদানের জন্য সমন পাইয়াছেন; বা (ছ) একজন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা হিসাবে, কথিত সংঘটিত অপরাধ বা মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে তদন্ত করিয়াছেন, এছাড়াও ভুক্তভোগী, শিশু সাক্ষী বা তাহার পিতামাতা বা অভিভাবক, এমন সাক্ষীর পরিবারের সদস্য বা তাহার উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি অথবা এমন ব্যক্তির কাছে গুরুত্বপূর্ণ অন্য যে কোন ব্যক্তি, একজন বিশেষজ্ঞ সাক্ষী এবং অন্য একজন ব্যক্তি যাহার বিরুদ্ধে কোন সন্দেহভাজন বা অভিযুক্তের পক্ষে, আদালত বা কমিশনে সাক্ষী প্রদানের জন্য সমন জারি করা হইয়াছে;

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

(ণ) "লিখিত যোগাযোগ"	অর্থ যে কোন মাধ্যমে প্রেরিত পত্র, যেমন সাধারণ বা রেজিস্টার্ড চিঠি, অনুলিপি বা ইলেকট্রনিক মেইল;
(প) "সাক্ষী সুরক্ষা আবেদনপত্র"	অর্থ সাক্ষী সুরক্ষা আদেশ চাইবার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত ফরমে সাক্ষীর দ্বারা দাখিলকৃত একটি আবেদন। সাক্ষী, তাহার পরিবারের সদস্য, বা তাহার যথাযথভাবে নিযুক্ত পরামর্শকের দ্বারা এই আবেদনটি করিতে পারিবেন;
(ফ) "সাক্ষী সুরক্ষা তহবিল"	অর্থ এই আইনের অধীন যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাস করা সাক্ষ্য সুরক্ষা আদেশ বাস্তবায়নের সময় ব্যয় বহনের জন্য তৈরি তহবিল;
(ব) "সাক্ষী সুরক্ষা সেল"	সাক্ষী সুরক্ষা আদেশ বাস্তবায়নের জন্য পুলিশ কর্তৃক নিবেদিত একটি সেল;
	দ্বিতীয় অধ্যায় **আইনের উদ্দেশ্য**
আইনের উদ্দেশ্য	৩। এই আইনের উদ্দেশ্য হইবে- (ক) ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর অধিকার এবং স্বত্ব নির্ধারণ করা, সমর্থন করা এবং প্রয়োগ করা, সেই সাথে এমন অধিকার ও স্বত্ব প্রচার, সুরক্ষা, প্রয়োগ এবং অনুশীলনের জন্য একটি পদ্ধতি প্রণয়ন; (ঘ) ক্ষতিপূরণ, পুনঃরুদ্ধার এবং পুনর্বাসনসহ ভুক্তভোগীর জন্য যথাযথ প্রতিকার প্রদান; (ঙ) অপরাধের ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর অধিকার স্বত্ব প্রচার ও সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্র, বিচারিক কর্মকর্তা এবং সরকারি কর্মকর্তার জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ; এবং (ছ) অপরাধের ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর সুরক্ষার্থে সর্বোত্তম অনুশীলন গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা।

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	তৃতীয় অধ্যায় ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর অধিকার ও স্বত্ব
ভুক্তভোগীর অধিকারসমূহ	৪। অপরাধের শিকার একজন ব্যক্তি তথা ভুক্তভোগী নিচের অধিকারগুলো পাইবেনঃ (ক) তাহাকে সমতা ও ন্যায্যতার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে এবং তাহার মানবিক মর্যাদা ও গোপনীয়তার দিকে লক্ষ রাখিতে হইবে; (খ) ভুক্তভোগী একজন শিশু হইলে শিশুর স্বার্থের সর্বাধিক সুরক্ষা দেওয়া হইবে; (গ) বিধিতে যেই ভাবে নির্ধারিত হইবে সেই ভাবে দ্রুত, যথাযথ এবং ন্যায্য প্রতিকার দেওয়া হইবে, এবং অপরাধের শিকার হওয়ায় তাহার যে ক্ষতি বা লোকসান হইয়াছে সেটার ক্ষতিপূরণ প্রদান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (ঘ) হুমকি, ভীতিপ্রদর্শন, প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধসহ যেকোনো সম্ভাব্য ক্ষতি হইতে যথাযথভাবে সুরক্ষা দেওয়া হইবে; (ঙ) অপরাধের শিকার হইয়া ব্যক্তি যে মানসিক বা শারীরিক ক্ষতি, বৈকল্য বা প্রতিবন্ধিতার শিকার হইয়াছেন সেটির চিকিৎসা দেওয়া হইবে; (চ) ভুক্তভোগী কোনো ব্যক্তির অনুরোধের প্রেক্ষিতে- (১) তিনি যেই ক্ষতির শিকার হইয়াছেন তাহার জন্য যেই আইনী প্রতিকার পাইতে পারেন এবং ক্ষতিপূরণ ও relevant periods of prescription -এর জন্য যেই দেওয়ানী প্রতিকার

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	পাইতে পারেন তাহা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা বিভাগ তাহাকে অবহিত করিবেন; (২) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদন্তকারী অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের দ্বারা চলমান কোনো তদন্তের ব্যাঘাত না করিয়া, তাহাদের কাছে ভুক্তভোগীর দেওয়া তথ্য বা দায়েরকৃত অভিযোগ সম্পর্কে যেই তদন্ত চলিতেছে তাহার অগ্রগতি তাহাকে অবহিত করা হইবে; (৩) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদন্তকারী অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ, মামলার প্রসিকিউটর বা আদালত পরিদর্শক অপরাধের শিকার ভুক্তভোগীকে তাহার দায়েরকৃত বা তিনি তথ্য দিয়াছেন এমন অপরাধ সম্পর্কিত শুনানির তারিখ এবং অগ্রগতি এবং বিচারিক কার্যক্রমের নিষ্পত্তি সম্পর্কে অবহিত করিবেন; এতে আরো অন্তর্ভুক্ত হইবে অসংক্ষিপ্ত তদন্ত, বিচার, আপীল এবং সংশোধনীর আবেদন, যাহা এইসব কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত অপরাধের শিকার ভুক্তভোগীর অধিকার ও স্বত্বের কর্তৃপক্ষ দ্বারা হইতে পারে; (৪) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদন্তকারী অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ, মামলার অভিশংসক, আদালত পরিদর্শক বা সুপারিনটেনডেন্ট অফ প্রিজনস, যিনি প্রযোজ্য হইবেন, তিনি অপরাধের শিকার ভুক্তভোগীকে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলোর তারিখ অবহিত করিবেন- (ক) জামিন মঞ্জুর; (খ) সন্দেহভাজনের অব্যাহতি;

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	(গ) অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রম শুরু; (ঘ) সন্দেহভাজন বা অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্ত হওয়া, দণ্ডাদেশ বা খালাস; এবং (ঙ) ভুক্তভোগীর ওপর সংঘটিত অপরাধের অপরাধী বা অভিযুক্ত আসামীর কারাগার হইতে মুক্তি এবং মুক্তির কারণসমূহ; এবং (চ) ভুক্তভোগীকে ক্ষতি হইতে উত্তরোণের জন্য যে চিকিৎসা সেবা, সামাজিক সেবা এবং অন্য যে কোনো রকম সাহায্য দেওয়া সম্ভব সে সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিবেন; (ছ) তিনি যে কোন থানায় বা পুলিশ বিভাগের অন্য যে কোন ইউনিট বা বিভাগে মৌখিক বা লিখিতভাবে কোনো অপরাধ ঘটা সম্পর্কে তথ্য জানাইতে পারিবেন এবং পুলিশ কর্মকর্তা সেই তথ্য নথিভুক্ত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ সেই তথ্য নিয়া নিরপেক্ষ ও ব্যাপক তদন্ত পরিচালনা করিবেন; (জ) কোনো চলমান তদন্তের ব্যাঘাত না করিয়া, ভুক্তভোগী যেই অপরাধের শিকার হইয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন তাহা সম্পর্কে ফৌজদারি ও ফরেনসিক তদন্ত এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অনুসন্ধানে তাহার প্রতিনিধি হিসাবে একজন আইনজীবী প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনে অনুরূপ তদন্তকারী যথাযথ ও যোগ্য কর্তৃপক্ষের সামনে সেই আইনজীবী প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন; (ঝ) কোন চলমান বা সমাপ্ত তদন্তের ব্যাঘাত না করিয়া তাহাকে এই প্রতিবেদনগুলোর সত্যায়িত অনুলিপি দেওয়া

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	হইবে- Cause of death ফর্ম, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন, মেডিকো-লিগ্যাল প্রতিবেদন, আঙুলের চিহ্ন রেজিস্ট্রারের প্রতিবেদন, সরকারি বিশ্লেষকের প্রতিবেদন, বিশেষজ্ঞ-প্রদত্ত অন্য কোন প্রতিবেদন এবং প্রতিবেদনের সত্যায়িত অনুলিপি এবং ফৌজদারি কার্যবিধি মোতাবেক পুলিশ কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়েরকৃত প্রতিবেদনঃ এই অনুচ্ছেদে যেই প্রতিবেদনগুলোর কথা বলা হইয়াছে সেগুলোর সত্যায়িত অনুলিপি পাওয়ার জন্য যখন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করা হইবে, ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের কাছে জিজ্ঞাসা করিবেন যে এই প্রতিবেদনগুলো ভুক্তভোগীকে দিলে রিপোর্টটির সাথে জড়িত চলমান কোনো তদন্ত বাধাগ্রস্ত হইবে বা হইবার সম্ভাবনা রাখে কিনা এবং যদি সেই সম্ভাবনা রাখে তবে তিনি উক্ত আবেদন নামঞ্জুর করিতে পারেন; (ঞ) ভুক্তভোগী যেই অপরাধের শিকার হইয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন সেই অপরাধের তদন্তের পূর্বে, তদন্তকালীন ও তদন্তের পর, এবং অ-সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান, বিচার ও আপীলসহ বিচারিক কার্যক্রমসমূহের পূর্বে ও কার্যক্রম চলাকালে সংশ্লিষ্ট প্রসিকিউটরের সাথে লিখিত যোগাযোগ বা আইনজীবী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করাইতে পারিবেন; (ট) ভুক্তভোগী যেই অপরাধের শিকার হইয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন সেই অপরাধের তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে লিখিত যোগাযোগ বা আইনজীবী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করাইতে পারিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা হইতে

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	সেই যোগাযোগ বা প্রতিনিধিত্বের প্রতিক্রিয়া/উত্তর লাভের অধিকারী হইবেন; (ঠ) অপরাধ সংশ্লিষ্ট অ-সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান, বিচার, আপীল এবং সংশোধনের আবেদনসহ সকল বিচারিক ও আধা-বিচারিক কার্যক্রমে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, যদি না আদালত, কমিশন বা অন্য ট্রাইব্যুনাল মনে করে যে ভুক্তভোগী কার্যক্রমে অন্য সাক্ষ্য শুনিলে তাহার নিজের সাক্ষ্য আদতে প্রভাবিত হইতে পারে অথবা তাহাকে শুনানির কোনো কোনো অংশে উপস্থিত না হইতে দিলেই কেবল ন্যায়বিচার করা যাইবে এবং এই কারণসমূহ নথিবদ্ধ হইতে হইবে; (ড) তিনি যেই অপরাধের শিকার হইয়াছেন তাহার সাথে জড়িত বিচারিক বা আধা-বিচারিক কার্যক্রমে উপস্থিত থাকিতে ও অংশ নিতে যেই সাহায্য বা তথ্য তাহার দরকার হইবে সেগুলো তাহাকে দেওয়া হইবে; (ঢ) কার্যক্রমের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া, অপরাধ সংশ্লিষ্ট অ-সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান, বিচার, আপীল এবং সংশোধনের আবেদনসহ ফৌজদারি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে আইনজীবী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করাইতে পারিবেন এবং যখন অনুরোধ করা হইবে তাহাকে এতদুদ্দেশ্যে আইনী সহযোগিতা দেওয়া হইবে; (ণ) অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হইবার পর এবং দণ্ড প্রদানের পূর্বে, ভুক্তভোগী ব্যক্তিগতভাবে বা আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতের কাছে উপস্থাপন করিতে পারিবেন যে ঐ অপরাধের ফলে ভুক্তভোগীর দেহ, মানসিক অবস্থা,

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	কর্মসংস্থান, জীবিকা বা বৃত্তি, আয়, জীবনমান, সম্পত্তি এবং অন্যান্য জৈবনিক বিষয়সমূহ তথা তাহার জীবন কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; (প) অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হইয়া আপীল বা রিভিশনের আবেদন করিলে যেই আদালত উক্ত আপীল বা সংশোধনের আবেদন এর বিচার করিতেছেন সেই আদালতের নিকট ভুক্তভোগী ব্যক্তিগতভাবে বা আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতের কাছে উপস্থাপন করিতে পারিবেন যে ঐ অপরাধের ফলে ভুক্তভোগীর দেহ, মানসিক অবস্থা, কর্মসংস্থান, জীবিকা বা বৃত্তি, আয়, জীবনমান, সম্পত্তি এবং অন্যান্য জৈবনিক বিষয়সমূহ তথা তাহার জীবন কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; (ফ) কর্তৃপক্ষের কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হওয়া অপরাধীর ক্ষমা মঞ্জুর বা শাস্তি মওকুফ বিবেচনা করিতে থাকিলে ভুক্তভোগীকে নোটিশ দেওয়া হইবে এবং ভুক্তভোগী কর্তৃপক্ষের মারফত উক্ত ব্যক্তির নিকট উপস্থাপন করিতে পারিবেন যে ঐ অপরাধের ফলে ভুক্তভোগীর দেহ, মানসিক অবস্থা, কর্মসংস্থান, জীবিকা বা বৃত্তি, আয়, জীবনমান, সম্পত্তি এবং অন্যান্য জৈবনিক বিষয়সমূহ তথা তাহার জীবন কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে;
ভুক্তভোগীর স্বত্ব	৫। (১) ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ বা জন্মস্থান নির্বিশেষে একজন ভুক্তভোগী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যেমন: বিচারক, প্রসিকিউশন, থানা, তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিকট মানবিক মর্যাদা পাইবার অধিকারী হইবেন সাথে তদন্তকারী, আধা-বিচারিক ও বিচারিক কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যায্য ও সম্মানপূর্ণ ব্যবহার

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	পাইবার অধিকারী হইবেন। (২) অপরাধের শিকার ব্যক্তি তথা ভুক্তভোগী অপরাধ ঘটিবার ফলে ব্যয় ও আদালত বা কমিশনে তাহার অভিযোগকৃত অপরাধ ঘটিবার বা মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হইবার বা মানবাধিকার লঙ্ঘন হইবার সাথে সংশ্লিষ্ট বিচারিক বা আধা-বিচারিক কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার খরচস্বরূপ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা পাইবেন। (৩) ভুক্তভোগী অপরাধের শিকার হইবার ফলে যে শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি, বৈকল্য বা প্রতিবন্ধিতার শিকার হইয়াছেন তজ্জন্য রাষ্ট্রের নিকট হইতে যথাযথ চিকিৎসা সেবা, ঔষধ ও অন্যান্য চিকিৎসা সুবিধাসহ যে কোন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দাবি ও অর্জন করিতে এবং প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন ও কাউন্সেলিং সেবার জন্য অধিকারী হইবেন। (৪) রাষ্ট্র যদি প্রয়োজনীয় সম্পদ না থাকায় বা অপর্যাপ্ত হওয়ায় উপধারা ২-এর অধীনে ভুক্তভোগীর দাবি করা সেবাসমূহ দিতে অসমর্থ হয়, তাহলে ভুক্তভোগী অপরাধের শিকার হইবার ফলে যেই শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি, বৈকল্য বা প্রতিবন্ধিতার শিকার হইয়াছেন তজ্জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও কাউন্সেলিং সেবার ব্যয় নির্বাহের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করার অধিকারী হইবেন। (৫) নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের একজন ভুক্তভোগী এফআইআর দায়েরের সময়, সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের নিকট নালিশী দরখাস্ত দায়েরের সময়, বিচারসহ তদন্ত প্রক্রিয়া ও

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	আইনী কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে দোভাষী পাওয়ার অধিকারী হইবেন।
সাক্ষীর স্বত্ব	৬। (১) ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ বা জন্মস্থান নির্বিশেষে একজন সাক্ষী তাহার মর্যাদা ও গোপনীয়তার প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে তদন্তকারী, আধা-বিচারিক ও বিচারিক কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যায্য ও সম্মানপূর্ণ ব্যবহার পাইবার অধিকারী হইবেন। (২) সাক্ষীকে যেইসব কারণে হয়রানি, ভীতিপ্রদর্শন, বলপ্রয়োগ বা অত্যাচার করা যাইবে না- (ক) কোন অপরাধ ঘটা বা মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন বা মানবাধিকারের লঙ্ঘন সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করিলে; (খ) কোন অপরাধ সম্পর্কে চলমান তদন্তে বা মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন বা মানবাধিকারের লঙ্ঘন সম্পর্কে চলমান তদন্ত বা অনুসন্ধানে বিবৃতি দিতে স্বেচ্ছায় আগাইয়া আসিলে; (গ) অভিযোগকৃত অপরাধ ঘটা বা মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন বা মানবাধিকারের লঙ্ঘন সম্পর্কে আদালত বা কমিশনের সামনে সাক্ষ্য প্রদান করিলে। (৩) সাক্ষী কোন অপরাধ ঘটা বা মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন বা মানবাধিকারের লঙ্ঘন সম্পর্কে আইনপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রদান করিবার কারণে বা অভিযোগ দায়ের করিবার কারণে বা আদালত বা কমিশনের সামনে সাক্ষ্য প্রদান করিবার কারণে অথবা আইনী কার্যক্রম শুরু করিবার কারণে যেই প্রকৃত বা সম্ভাব্য ক্ষতি, হুমকি,

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	ভীতিপ্রদর্শন, প্রত্যধিকার বা প্রতিশোধের শিকার হইতে পারেন সেইসব হইতে সুরক্ষিত থাকিবার অধিকারী হইবেন; (৪) নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের একজন সাক্ষী বিচারসহ তদন্ত প্রক্রিয়া ও আইনী কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে দোভাষী পাওয়ার অধিকারী হইবেন।
উদ্ধার অভিযানের সময় ভুক্তভোগীর সুরক্ষার জন্য বিশেষ বিধান	৭। থানায় যখন ধর্ষণ, অপহরণ বা নারী বা শিশু পাচার এই সকল অপরাধের নালিশ করা হইবে, উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা অন্যূন উপপরিদর্শক পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা বর্ণনা মোতাবেক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণী নথিভুক্ত করিবেন এবং তারপর যত দ্রুত সম্ভব ঘটনাস্থলে ভুক্তভোগীকে/ভুক্তভোগীদেরকে উদ্ধার করিতে গমন করিবেন। এই ধরনের অপরাধের শিকার ভুক্তভোগীদেরকে উদ্ধারের সময় নিম্নোক্ত সাহায্য ও সুরক্ষা দিতে হইবে- (ক) ভুক্তভোগী নারী হইলে উদ্ধারের পর পুলিশ কর্মকর্তা বা কনস্টেবল বা উদ্ধার অভিযানে যুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি ভুক্তভোগীর পরিচয় গোপন রাখিবেন এবং জনগনের নিকট বা গণমাধ্যমে প্রকাশ করিবেন না, ইহার ব্যাত্যয় ঘটিলে ধারা ৩৬(৫) প্রযোজ্য হইবে; (খ) উদ্ধারের পর তাৎক্ষনিকভাবে অপরাধীদের শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী ও অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখিতে হইবে এবং তাহাদের মুখ ঢাকিয়া রাখিতে হইবে অথবা চিহ্নিতকরণ প্রদর্শণী এর সময় কালো পর্দার ব্যবস্থা করিতে হইবে; ইহার ব্যাত্যয় ঘটিলে ধারা ৩৬(৫) প্রযোজ্য হইবে;

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	(গ) পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে ভুক্তভোগীর বিবৃতি অনুসারে উক্ত অপরাধকাণ্ডে দণ্ডবিধি এবং অন্য কোন বিশেষ আইনের ধারা প্রযোজ্য হইলে এজাহারে বা সাধারণ ডায়েরিতে সুনির্দিষ্টভাবে সেই আইনগুলোর প্রাসঙ্গিক ধারা উল্লেখ করা। পতিতালয় বা অন্য কোন স্থানে পুলিশ অভিযানের সময়, যদি সম্ভব হয়, অনতিবিলম্বে নিবন্ধিত বেসরকারী সংস্থাসমূহ ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের ডাকা যাইতে পারে। সব থানায় নারী সমাজকর্মীদের একটি তালিকা রাখিতে হইবে যাহারা ভুক্তভোগী উদ্ধারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করিতে পারিবেন; (ঘ) এরূপ কোন ঘটনার তথ্য পাইবার সাথে সাথেই প্রত্যেক পুলিশ কর্মকর্তার জন্য উদ্ধার অভিযান শুরু করা এবং নিজে তাহা তদারকি করা বাধ্যতামূলক - বলিয়া কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন।
উদ্ধার অভিযানের পর ভুক্তভোগীর সুরক্ষা	৮। পুলিশ কর্তৃপক্ষ ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করিবার পর এবং উদ্ধার-পরবর্তী তদন্ত ও বিচারিক কার্যক্রমের সময় নিম্নোক্ত সুরক্ষাসমূহ প্রদান করিবেনঃ (ক) উদ্ধার হইবার পর ভুক্তভোগীকে অভিযুক্তের নিকট হইতে আলাদা রাখিতে হইবে। উদ্ধারের পর পুলিশ কর্মকর্তা নারী বা শিশু ভুক্তভোগীকে উদ্ধার-পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদের সময় একজন সমাজকর্মী বা সহযোগী ব্যক্তি, নারী ভুক্তভোগীর ক্ষেত্রে সম্ভব হইলে নারী কর্মী, উপস্থিত থাকিতে হইবে; (খ) অন্যূন সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার কোন পুলিশ

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	কর্মকর্তা ভুক্তভোগীর বিবৃতি গ্রহণ করিবেন; (গ) বিবৃতি গ্রহণ করিবার সময় এবং/অথবা জিজ্ঞাসাবাদের সময় ভুক্তভোগী ব্যক্তিটি যে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি নহেন – এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখিয়া পুলিশ কর্মকর্তা ভুক্তভোগীর সাথে সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করিবেন। উদ্ধার করিবার পর তাৎক্ষনিকভাবে প্রয়োজনে অফিসের খরচে দক্ষ কাউন্সেলর দ্বারা ভুক্তভোগীকে কাউন্সেলিং করাইতে হইবে; (ঘ) ভুক্তভোগীকে তৎক্ষণাৎ কোন নিরাপদ স্থানে সরাইয়া নিতে হইবে এবং উদ্ধারের পর অফিস তাৎক্ষনিকভাবে একজন ডাক্তারের মাধ্যমে তাহার মেডিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন; (ঙ) অফিসের এক বা একাধিক সদস্য উক্ত নিরাপদ স্থানে ভুক্তভোগীকে পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও সহায়তা করিবেন। ভুক্তভোগীর নিকট অন্য ব্যক্তিদের যাতায়াত অফিসের কঠোর তত্ত্বাবধানে থাকিবে। ভুক্তভোগী সাময়িকভাবে নিরাপদ স্থান ছাড়িয়া বাহির হইতে চাইলে অফিস কর্তৃক এই কাজের জন্য স্বীকৃত একজন সমাজকর্মী তাহার সাথে থাকিবেন; (চ) ভুক্তভোগীকে যদি আপাতদর্শনে একজন নাবালক বলিয়া মনে হয়, তাহার যত্ন ও সুরক্ষার জন্য কিশোর হিসাবে বিশেষ সুবিধা সমৃদ্ধ ব্যবস্থায় রাখিতে হইবে এবং চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাহাকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করাইতে হইবে। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৬ অনুসারে বা সিটি কর্পোরেশনের অধীনে করা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের রেজিস্ট্রার এর ভুক্তি বা বিদ্যালয় ত্যাগের

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	সনদপত্রকে ভুক্তভোগীর বয়সের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এই ধরনের কোন ভুক্তি বা সনদ না পাইলে এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের স্বীকৃত একজন মেডিকো লিগ্যাল বিশেষজ্ঞের মতানুসারে বয়স নির্ণয় করিতে হইবে; (ছ) তদন্তকারী কর্মকর্তা নিরাপদ স্থানে ভুক্তভোগীদের কোন বন্ধু বা তাহার পছন্দমতো কোন আইনজীবী, যদি থাকে, বা নিরাপদ স্থানের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা সুরক্ষা কর্মকর্তা বা অনুমোদিত সমাজকর্মীর উপস্থিতিতে ভুক্তভোগীদের বিস্তারিত সাক্ষ্য বিবৃতি নথিভুক্ত করিবেন এবং ইহা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আদালত কার্যক্রমে মামলার নথিতে অন্তর্ভুক্ত হইবে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সকল অভিযুক্তকে আটক করিবার জন্য সবরকম চেষ্টা করিতে হইবে। এই আইনের তফশিলভুক্ত কোন অপরাধ ঘটার রিপোর্ট পাইবার পর অপরাধের তদন্ত সম্পূর্ণ করা হইবে এবং ৬০ দিনের মধ্যে চার্জশীট প্রদান করিতে হইবে। অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে ভুক্তভোগীর সহায়তা নেওয়া যাইতে পারে।
বয়স নির্ণয় প্রক্রিয়ার সময় ভুক্তভোগীর সুরক্ষা	৯। উদ্ধারের পর ভুক্তভোগীর বয়সের সত্যতা নিরূপণ ও যৌন হয়রানি নির্ণয়ের জন্যে পুলিশ কর্মকর্তা ভুক্তভোগীকে এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের স্বীকৃত একজন মেডিকো লিগ্যাল বিশেষজ্ঞের সামনে উপস্থিত করাইবেন, যেন- (১) তাহার বয়স নির্ণয় করা যায়, যদি অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া না যায়; (২) যৌন হয়রানি বা ধর্ষণের ফলে সৃষ্ট ক্ষত বা সহিংসতা বা প্রতিরোধের চিহ্ন নির্ণয়; (৩) ভুক্তভোগী যদি নারী বা বালিকা হয় তাহলে মেডিকাল

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	পরীক্ষার সময় কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত একজন নারী সমাজকর্মী বা ভুক্তভোগীর পরিবারের একজন নারী সদস্য বা তাহার পছন্দমতো একজন নারী আইনজীবী তখন সেই কক্ষে অবস্থান করিবেন। পরীক্ষায় যদি ভুল হইবার অভিযোগ ওঠে, তবে ভুক্তভোগীর সুবিধার্থে দ্বিতীয় মতামত গ্রহণ করা হইতে পারে।
ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর দায়িত্ব	১০। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর কর্তব্য হইবে নিম্নরূপঃ (ক) অপরাধ ঘটিলে সময় মতো বিদ্যমান আইনানুসারে উপযুক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা; (খ) অপরাধের তদন্ত বা বিচারিক কার্যক্রমে তদন্তকারী বা বিচারিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা; (গ) অপরাধে জড়িত ব্যক্তিকে বাঁচাতে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ বা আদালতের সামনে উপস্থিতি হইতে বিরত না থাকা এবং উপস্থিত হইলে তাহাকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে কোন বিবৃতি, সাক্ষ্য বা প্রমাণ না দেওয়া; (ঘ) তাহার নিজের আসল নাম, পদবি, ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার, ইমেইল ঠিকানা জানানো এবং সেগুলো পরিবর্তিত হইলে যতদ্রুত সম্ভব অবহিত করা।
ভুক্তভোগী হিসাবে বিবেচিত হইবেন না	১১। (১) এই আইনের অন্যত্র যাহাই থাকুক না কেন, একজন ব্যক্তি যদি নিম্নোক্ত অবস্থাগুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত হন বা মারা যান, তিনি বা তাহার পরিবারের কোন সদস্য ভুক্তভোগী বলিয়া গণ্য হইবেন নাঃ (ক) বিদ্যমান আইনের আত্মরক্ষার বিধানানুসারে কেউ

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	নিজের বা অন্য কারো দেহ, জীবন, সম্পত্তি বা সম্ভ্রম রক্ষা করিতে গেলে; (খ) বিদ্যমান আইনের বিধানানুসারে কোন নিরাপত্তাকর্মী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশে তাহার দায়িত্ব পালন করিতে গেলে; (গ) তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ তাহার এখতিয়ারের অধীনে তদন্ত করিতে গেলে; (ঘ) এমন অবস্থায় কাজ করিলে যাহার ফলে ফৌজদারি দায় প্রযুক্ত হয়, তাহা সত্ত্বেও, যদিও সেই ফৌজদারি দায় অপরাধীর বয়স, মানসিক অসুস্থতা, কূটনৈতিক দায়মুক্তি বা অবস্থানগত দায়মুক্তির কারণে হইতে হইবে এমন নহে, তবু এই আইনের উদ্দেশ্যের স্বার্থে ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, ব্যক্তিটি অনুরূপ অপরাধ করিয়াছেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভুক্তভোগী ধরা হইবে; (২) উপধারা (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, এই আইনের কোনকিছুই উক্ত উপধারার অবস্থাধীন ভুক্তভোগী বা মৃত কোন ব্যক্তিকে সহায়তা করা হইতে সরকারকে নিবৃত্ত করিবে না।
	চতুর্থ অধ্যায় **জরুরী ভুক্তভোগীর জন্য বিশেষ সুরক্ষা**
সুরক্ষার জন্য আবেদন	১২। (১) এই আইনের তফসিল অনুযায়ী কোনো অপরাধের ভুক্তভোগী বা সাক্ষী যাহার বিশ্বাস রহিয়াছে যে, তদন্তমূলক

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	বা বিচারিক কার্যক্রম চলাকালীন, পূর্বে বা পরে, তাহার ভুক্তভোগী বা সাক্ষী হওয়ার দরুণ, কোনো ব্যক্তি, পরিচিত হউক বা অপরিচিত, বা অভিযুক্ত ব্যক্তি বা তাহার বা তাহাদের সহযোগীদের দ্বারা তাহার (ভুক্তভোগী) বা তাহার পরিবারের কোনো সদস্য হুমকির সম্মুখীন হইয়াছেন বা সম্মুখীন হইতে পারেন, তাহা হইলে সেই সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের তদন্তকারী অফিসার বা যেই থানায় ফৌজদারি মামলাটি দায়ের করা হইয়াছে বা হইবে সেখানকার অফিস ইনচার্জ বা পাবলিক প্রসিকিউটর বা অফিসের যে কোনো সদস্যের নিকট তাহার এ জাতীয় বিশ্বাসের রিপোর্ট বা কারণ প্রেরণ করিতে পারিবে; (২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে যে ব্যক্তির কাছে উক্তরুপ রিপোর্ট দাখিল করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি আবেদনকারীকে সুরক্ষার জন্য আবেদন করিতে সহায়তা করিবে এবং আবেদনটি তৎক্ষণাৎ বিবেচনা ও প্রয়োজনীয় আদেশের জন্য চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের সুরক্ষা অফিসের নিকট দাখিল করিবেন;
সুরক্ষার জন্য আদেশ	১৩। চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ১২ এর অধীনে বা তাহার নিজস্ব উদ্যোগে আবেদন গ্রহণের বিষয়ে মামলার প্রকৃতি এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করিবেন এবং ভুক্তভোগী বা সাক্ষীকে সুরক্ষিত স্থানে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ দিবেন। তবে শর্ত থাকে যে পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের সুরক্ষা অফিসের সকলে বা ইহার বেশিরভাগ সদস্যই সন্তুষ্ট হইবেন

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	যেঃ (ক) এই আইনের তফসিল অনুসারে অভিযুক্ত অপরাধ যেখানে তদন্তকারী কার্যক্রমে ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে বা প্রমাণ দিয়াছে বা যে কোনো আদালতে বা ট্রাইব্যুনালে অপরাধীর বিচারের জন্য সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে; (খ) তাহার বিবৃতি বা সাক্ষ্য, ইতোমধ্যে দেওয়া বা নেওয়া হউক বা না হউক, সংশ্লিষ্ট মামলার উপাদানগত বিষয়গুলোর সংস্থাপন বা সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয়; (গ) তিনি বা তাহার পরিবারের কোনও সদস্য হুমকির সম্মুখীন হইয়াছেন বা হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।
সুরক্ষিত ব্যক্তির অধিকার এবং সুবিধাবলি	১৪। সুরক্ষিত ব্যক্তির জন্য নিম্নলিখিত অধিকার এবং সুবিধাবলি থাকিবে: (ক) যতক্ষণ না পর্যন্ত যে কোনো তদন্ত কার্যক্রমে বিবৃতি বা সাক্ষ্য প্রদান অথবা হুমকি বা ভয় বা হয়রানির অবসান ঘটে, যাহাই শেষে সংগঠিত হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সুরক্ষিত আবাসন সুবিধা সম্পন্ন সুরক্ষিত জায়গায় থাকিতে হইবে। পরিস্থিতি সমর্থনযোগ্য হইলে ভুক্তভোগী বা সাক্ষী অফিসের খরচে স্থান পরিবর্তন এবং/অথবা ব্যক্তিগত পরিচয় পরিবর্তনের অধিকারী হইবেন। অনুরূপ প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে সম্পর্কিত ব্যক্তির জন্য এই অধিকারটি বর্ধিত করা যাইতে পারে; (খ) যখনই সম্ভব হইবে অফিস সুরক্ষিত ব্যক্তিকে জীবিকা নির্বাহের উপায় অর্জনে সহায়তা করিবে। অনুচ্ছেদ (ক)

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	অনুযায়ী স্থানান্তরিত সুরক্ষিত ব্যক্তি তাহার বা তাহার উপর নির্ভরশীল পরিবারের জন্য অফিস কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ বা সময়ের জন্য অফিস হইতে সহায়তা লাভের অধিকারী হইবে; (গ) প্রসিকিউটর বা তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি আদালত বা ট্রাইব্যুনালে তাহার সাক্ষ্য প্রদানের জন্য উপস্থিতি বা ফিরিয়া আসার জন্য, অফিস যুক্তিসঙ্গত ভ্রমণ ব্যয় এবং জীবিকা ভাতা সরবরাহ করিবে, যাহার পরিমান অফিস নির্ধারণ করিতে পারে। সাহায্যকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা প্রসিকিউটর বা তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট তাহার গমনাগমনের সময় তাহাকে সঙ্গ দান করিবে; (ঘ) সুরক্ষিত জায়গায় থাকাকালীন বা তাহার সাক্ষ্য দেওয়ার দায়িত্বের কারণে তিনি যদি অসুস্থ বা ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে অফিস নিজস্ব খরচে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সহিত সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে তাহার চিকিৎসা, হাসপাতালে ভর্তি এবং ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে; (ঙ) এই আইনের তফসিল অনুযায়ী উপরিউক্ত অধিকার এবং সুবিধাবলি সুরক্ষিত ব্যক্তিদেরকে তদন্তকারী ব্যক্তি এবং আদালত বা ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত এবং তদন্ত ও বিচারে নির্বিঘ্নে বিবৃতি বা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাহাদের সক্ষম করিয়া তোলার জন্য প্রদান করা হইবে;

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

ভুক্তভোগী/সাক্ষী **সুরক্ষার অবসান**	১৫। অফিস লিখিত আদেশের মাধ্যমে কোনো সুরক্ষিত ব্যক্তির সুরক্ষা ব্যবস্হা বাতিল করিতে পারিবে, যদি অফিসের সংখ্যাগরিষ্ট মতামত দেয় যে, (ক) সুরক্ষিত ব্যক্তির সুরক্ষা আর হুমকির সম্মুখীন নহে; (খ) সুরক্ষিত ব্যক্তির জন্য সন্তোষজনক বিকল্প ব্যবস্হা করা হইয়াছে; (গ) যেই অবস্থার জন্য সুরক্ষিত ব্যক্তিকে সুরক্ষা এবং সহায়তা প্রদান করা হইয়াছে তাহার অবসান ঘটিয়াছে; (ঘ) সুরক্ষিত ব্যক্তিকে যেই কারণে তদন্ত বা বিচারিক কার্যক্রমে বিবৃতি বা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সুরক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল তাহা প্রদানে অস্বীকার বা ব্যর্থ হইলে; (ঙ) যখন কোনো সুরক্ষিত ব্যক্তি লিখিতভাবে প্রদত্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা অবসান করিবার অনুরোধ করিবে।
রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী	১৬। যে কোনো ব্যক্তি যিনি অপরাধ সংগঠনে অংশ নিয়াছেন এবং রাষ্ট্রের পক্ষে সাক্ষী হইতে ইচ্ছুক, তিনি আবেদন করিতে পারিবেন এবং কোড ও সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর বিধান অনুযায়ী যোগ্য হইলে, যখনই নিম্নলিখিত পরিস্থিতি উপস্থিত হইবে তখনই তাহাকে এই আইনের অধীনে অফিস কর্তৃক প্রাসঙ্গিক সুরক্ষা/নিরাপত্তা দেওয়া হইবেঃ (ক) এই আইনের তফসিলের অধীনে যেই অপরাধ সমূহে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে সেই অপরাধসমূহ; (খ) তাহার সাক্ষ্যের অসীম প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে;

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	(গ) যেখানে সংঘটিত অপরাধের যথাযথ বিচারের জন্য অন্য কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই; (ঘ) তিনি নৈতিক বর্বরতা/অসচ্চরিত্রতার সহিত সম্পর্কিত কোনো অপরাধের জন্য কোনো সময় দোষী সাব্যস্ত হন নাই।
ভুক্তভোগীদের পুনর্বাসন	১৭। (১) কর্তৃপক্ষ সমাজে পাচার ও বাণিজ্যিক যৌন শোষণের শিকার নারী-পুরুষ ও শিশুদের মানবিক মর্যাদা ও আত্ম-সম্মানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে; (২) ধর্ষণ, অপহরণ ও পাচারের শিকার ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার পর তাৎক্ষনিকভাবে সুরক্ষিত স্থানে রাখিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবার পাশাপাশি অফিস এবং কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে আর্থিক ও অন্যান্য উপায়ে সহায়তা করিবার ব্যবস্থা করিবে যতক্ষণ না তাহাকে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করিয়া পুনর্বাসিত করা হয়; (৩) অফিস পাচারকারী শিশুদের পরিবারকে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য কর্মসংস্থান গ্যারান্টি স্কিম, কৃষি ভর্তুকি এবং চিকিৎসা সহায়তার মতো বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে। কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ শিশুদের স্নাতক এবং কর্মসংস্থান পর্যন্ত তাহাদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করিবে; (৪) অফিস একজন উদ্ধারকৃত ভুক্তভোগীকে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং পারিবারিক সমর্থন নিশ্চিত না করিয়া এবং ভুক্তভোগী মহিলা বা শিশু পুনরায় ধর্ষণ, পাচার এবং বাণিজ্যিক যৌন শোষণের শিকার হইবে না – বলিয়া সন্তুষ্ট

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	না হওয়া পর্যন্ত তাহার পরিবারের কাছে ফেরত পাঠাইবে না;
দ্রুত শুনানি বা বিচার	১৮। এই আইনের অধীনে যেখানে কোনো সুরক্ষিত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা, অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধাসমূহ সরবরাহ করা হইয়াছে, তাহা বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাক্ষী, তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ এবং আদালত বা ট্রাইব্যুনাল এই মামলার তাৎক্ষণিক শুনানি বা বিচার নিশ্চিত করিবে এবং গ্রহণযোগ্য চার্জশিট দাখিল করা হইতে তিন মাসের মধ্যেই যত দ্রুত সম্ভব উক্ত প্রক্রিয়া শেষ করিবে।
	পঞ্চম অধ্যায় **ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীদের জন্য অফিস**
ভুক্তভোগী এবং সাক্ষী সুরক্ষা অফিস প্রতিষ্ঠা	১৯। (১) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অধীনে সরকার প্রতিটি জেলায় একটি অফিস স্থাপন করিবে, এই আইনের অধীনে অপরাধের সহিত জড়িত ও সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ক্ষতিগ্রস্থদের সাক্ষী ও সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা, চিকিৎসা, ক্লিনিকাল ও কাউন্সেলিং সহায়তা এবং সুরক্ষিত নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে; (২) চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের বা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেত-এর সভাপতিত্বে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ বিভাগ হইতে একজন করিয়া কর্মকর্তা, সরকার স্বীকৃত মানবাধিকার আইনজীবী সংগঠন হইতে একজন মহিলা আইনজীবী, সংঘটিত অপরাধের একজন তদন্ত কর্মকর্তা এবং পাবলিক প্রসিকিউটরের সমন্বয়ে ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষা অফিস গঠিত হইবে; (৩) সরকার যথোপযুক্ত মনে করিলে, অফিসিয়াল

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	গেজেটের মাধ্যমে এমন ব্যক্তিদের সভাপতি ও সদস্য মনোনীত করিয়া জেলাভিত্তিক ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষা অফিসের শাখা করিতে পারে।
এই আইনের আওতায় ভুক্তভোগী এবং সাক্ষী সুরক্ষা নিবন্ধকরন	২০। (১) সম্ভব হইলে অফিসটি ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়া দ্বারা, এই আইনের আওতায় সুরক্ষা সুবিধাসমূহ সরবরাহ করা হইয়াছে এই ধরণের ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীদের একটি রেজিস্টার বজায় রাখিবে; (২) রেজিস্টারে প্রতিটি সুরক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হইবে- (ক) সুরক্ষিত ব্যক্তির নাম এবং তাহার পিতা ও মাতার নাম; (খ) এই আইনের অধীনে সুরক্ষিত ব্যক্তিকে একটি নতুন পরিচয় প্রদত্ত হইলে তাহার নতুন নাম; (গ) থানার নাম এবং পোস্ট কোড নম্বর, টেলিফোন নম্বর, ফ্যাক্স নম্বরসহ সম্পূর্ণ অস্থায়ী এবং স্থায়ী ঠিকানা এবং সুরক্ষিত ব্যক্তির ইমেল অ্যাড্রেস, যদি থাকে; (ঘ) সুরক্ষা সমাপ্ত হইবার তারিখ।
	ষষ্ঠ অধ্যায় **ক্ষতিপূরণ এবং ক্ষতিপূরণ শুল্ক**

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা	২১। (১) যেখানে তাৎক্ষণিকভাবে ভুক্তভোগী ব্যক্তির চিকিৎসা করা বা ক্ষতিপূরণ প্রদান বা যে কোন ধরনের ত্রাণ সহায়তা সরবরাহ করা প্রয়োজন, সেখানে আদালত এই ধরনের ব্যক্তিকে অন্তর্বর্তীকালীন চিকিৎসা করা বা ক্ষতিপূরণ প্রদান বা যে কোন ধরনের ত্রাণ সহায়তা প্রদান করিবার জন্য আদেশ দিতে পারেন; (২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত আদেশ দেওয়া হইলে, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে তহবিল হইতে ক্ষতিপূরণ বা ত্রাণের পরিমাণ প্রদান করা হইবে; (৩) যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতের আদেশ কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, এই ধরণের অপরাধীকে আদালত উপধারা (২) মোতাবেক ৩৫ দিনের মধ্যে তহবিলে ক্ষতিপূরণ বা ত্রাণ প্রদান করিতে আদেশ দিবেন; (৪) উপধারা (৩) এর অধীন আদালত কর্তৃক আদেশ দেওয়া হইলে, এই ধরণের অপরাধী তহবিলে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ বা ত্রাণ প্রদান করিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহা পরিশোধ না করিলে, রায় ঘোষনার দিন হইতে ষাট দিনের মধ্যে অপরাধীর মালিকানাধীন যে কোন সম্পত্তি হইতে সরকারী বকেয়া হিসাবে আদায় করা হইবে।
দোষী ব্যক্তির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়	২২। (১) আদালত, মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার সময়, আদেশ দিতে পারেন যে, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে অপরাধীর দ্বারা ক্ষতিপূরণ হিসাবে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইবে; (২) উপধারা (১) অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দেওয়ার সময় ভুক্তভোগী ব্যক্তি অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	পাইয়াছেন কিনা, আদালত সেই বিষয়ে নিশ্চিত হইবেন; (৩) ইতোমধ্যে ধারা ২১ অনুসারে অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ পাইয়াছেন এমন ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদালত অপরাধীকে আদেশ দিলে, ভুক্তভোগী কর্তৃক প্রাপ্ত অন্তর্বর্তী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তহবিলে ফেরত দেওয়ার পরে অবশিষ্ট অর্থ ভুক্তভোগীকে প্রদান করা হইবে; (৪) এই ধারায় যাহাই বলা থাকুক না কেন, অপরাধীর সম্পদ নাই বা অপরাধ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইতেছে না বা অপরাধ সম্পর্কিত মামলাটি বিদ্যমান আইন অনুসারে প্রত্যাহার করা হইয়াছে যাহার কারণে ভুক্তভোগী ক্ষতিপূরণ পাইবেন না, এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত তহবিল হইতে ভুক্তভোগীকে যথাযথ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে আদেশ দিতে পারেন; (৫) উপধারা (৪) অনুসারে আদেশ প্রাপ্তির পর হইতে পঞ্চাশ দিনের মধ্যে তহবিল হইতে ভুক্তভোগীকে নির্দিষ্ট পরিমান ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।
ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ	২৩। ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে যেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার সময় আদালত নিম্নলিখিত যে কোনও বা সকল বিষয় ভিত্তি হিসাবে গ্রহন করিতে পারেনঃ (ক) চিকিৎসা, মনস্তাত্ত্বিক বা মানসিক রোগের পরামর্শের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ব্যয়িত বা ব্যয়যোগ্য যুক্তিসঙ্গত খরচসমূহ; (খ) ব্যয়িত বা ব্যয়যোগ্য চিকিৎসাসেবার খরচসমূহ;

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	(গ) ভুক্তভোগী কর্তৃক ব্যয়িত অপ্রত্যাশিত যাতায়াত খরচ; ব্যাখ্যাঃ এই ধারাটির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "অপ্রত্যাশিত ভ্রমণ ব্যয়" অর্থ কাউন্সেলিং বা চিকিৎসা পরিষেবা প্রাপ্তির জন্য দশ কিলোমিটারের বেশি ভ্রমণ করিবার সময় পরিবহণে ব্যয়িত যুক্তিসঙ্গত খরচ যাহা ভুক্তভোগীকে সরাসরি ফলাফল হিসাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতি কমাইয়া আনার জন্য প্রয়োজন, কারণ এই ধরনের পরিষেবা ভুক্তভোগীর বাসস্থান বা কর্মক্ষেত্র বা অপরাধের স্থান হইতে দশ কিলোমিটারের দূরত্বে উপলব্ধ নহে; (ঘ) ভুক্তভোগী ব্যক্তি কর্তৃক ব্যয়িত আইনজীবীর খরচ; (ঙ) অপরাধের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ভুক্তভোগীর ব্যক্তিগত সক্ষমতার ক্ষতি; (চ) ভুক্তভোগী কর্তৃক ব্যয়িত বা ব্যয়যোগ্য আর্থিক ক্ষতি; তবে শর্ত থাকে যে, ভুক্তভোগী আইন অনুসারে বীমা হইতে এইরকম আর্থিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ লাভ করিয়া থাকিলে, এই ধারা অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে না; (ছ) ভুক্তভোগীর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগত পণ্যসমূহ মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ অথবা নতুন পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত বা ব্যায়যোগ্য খরচ; (জ) অপরাধের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসাবে ভুক্তভোগীর আয় উৎপাদন সক্ষমতার ক্ষতি; (ঝ) ভুক্তভোগীর শারীরিক সৌন্দর্যের উপর সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব; (ঞ) ভুক্তভোগীর শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, যৌন বা প্রজনন

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	ক্ষমতার ক্ষতি; (ট) ধর্ষণের অপরাধের ক্ষেত্রে, ভুক্তভোগীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা পারিবারিক মর্যাদা কিংবা সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ধরনের অপরাধ হইতে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব; (ঠ) ধর্ষণের কারণে ভুক্তভোগী গর্ভবতী হইলে গর্ভপাতের জন্য অথবা শিশুর জন্মদান এবং লালনপালনের জন্য ব্যয়যোগ্য খরচ; (ড) অপরাধ হইতে সৃষ্ট গর্ভপাতের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যয়; (ঢ) ইতোমধ্যে সংঘটিত অপরাধের অতিরিক্ত অন্য কোন অপরাধ, যা ভুক্তভোগীর সাথে ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, এমন অপরাধ হইতে নিজেকে নিরাপদ করিবার জন্য ভুক্তভোগী কর্তৃক সরল বিশ্বাসে ব্যয়িত যুক্তিসঙ্গত খরচ; (ণ) ভুক্তভোগীর মন বা অনুভূতিতে সৃষ্ট ক্ষতি; (ত) ক্ষতির প্রকৃতি এবং প্রভাব অনুযায়ী অন্যান্য যথাযথ ক্ষেত্রসমূহ; (থ) বিশেষ শর্ত প্রযোজ্য হইবে এই ধরনের ভুক্তভোগীর ক্ষেত্রে, ইতোমধ্যে সংঘটিত অপরাধের অতিরিক্ত অন্য কোন অপরাধ হইতে নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্রথম ধাপের ভুক্তভোগী কর্তৃক সরল বিশ্বাসে ব্যয়িত যুক্তিসঙ্গত খরচ; ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্যে 'বিশেষ শর্ত' বলিতে বোঝাইবে, অপরাধ সংঘটনের সময় অপরাধস্থলে ভুক্তভোগীর শারীরিক বা মানসিক অবস্থার বা তাহার বাসস্থান বা কর্মস্থলের, অথবা বিশেষ কোন স্থানের সুযোগ নেওয়ার মাধ্যমে ভুক্তভোগীর বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের প্রত্যক্ষ

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	ফলস্বরুপ তাহাকে অস্বাভাবিক প্রভাব বা ফলাফল ভোগ করিতে হইয়াছে বা ভোগ করিতে হইবে। (দ) নাবালক শিশুদের হারাইয়া ফেলা অভিভাবকত্ব।
একাধিক অপরাধকে এক অপরাধ হিসাবে বিবেচনা	২৪। এই আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্দেশ্যে, একাধিক অপরাধকে একটি অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করিয়া ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে। ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্যে "একাধিক অপরাধ" অর্থ নিম্নলিখিত কারণে সংযুক্ত দুই বা তাহার বেশি অপরাধঃ (১) একই ঘটনায় একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের দল দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া বা অন্য কোনও কারণে এই অপরাধসমূহের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্য থাকা; এবং (২) অপরাধ হইতে ভুক্তভোগী ব্যক্তির মৃত্যু বা ক্ষয়ক্ষতি।
একাধিক স্থিতিতে ক্ষতিপূরণ না পাওয়া	২৫। এই আইনে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ কোনও প্রথম ধাপের ভুক্তভোগী, দ্বিতীয় ধাপের ভুক্তভোগী এবং পারিবারিক ভুক্তভোগী হিসাবে বা অন্য কোনও স্থিতিতে একাধিক স্থিতি বা পদের হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন না।
ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা	২৬। এই আইনে যাহাই বলা থাকুক না কেন, নিম্নলিখিত ভুক্তভোগীকে এই আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে না: (ক) যে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইবে সে অপরাধের সঙ্গে জড়িত এমন ব্যক্তি, অপরাধ করার চেষ্টা করে, প্ররোচিত করে বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করে, অপরাধ সংঘটনে জড়িত

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	বা সহযোগী; (খ) যে নিজেকে প্রথম ধাপের ভুক্তভোগী হিসাবে ক্ষতিপূরণ চায় কিন্তু যেখানে তাহার বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত হইয়াছে যখন সে অন্য একটি অপরাধের সহিত জড়িত ছিল অথবা উক্ত কারণে; (গ) যে ব্যক্তি কাহারও বিরুদ্ধে অপরাধ করিতে গিয়া মারা গিয়াছিল বা মারা গিয়াছে এমন ব্যক্তির পরিবারের ভুক্তভোগী; (ঘ) যে ব্যক্তি মোটরযানের দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে তাহার বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের বীমা বিধানের অধীনে প্রচলিত আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী; তবে শর্ত থাকে যে ইহা ব্যতীত কিছুই এই আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধি নিষেধ করিবে না যেখানে এমন ব্যক্তি মোটর গাড়ি ব্যবহার করিয়া হত্যা বা আহত করিবার উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত হইয়া মারা গিয়াছে বা আহত হইয়াছে; (ঙ) যে ব্যক্তি অপরাধের শিকার হইয়াছে এবং যাহার চিকিৎসা সরকারের পক্ষ হইতে নিখরচায় করা হইয়াছে বা যাহার চিকিৎসা ব্যয় সরকার বহন করিয়াছে এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তবে শর্ত থাকে যে ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই চিকিৎসা পরামর্শ বা চিকিৎসার জন্য ব্যয় ব্যতীত অন্য কোনও ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের বিধানকে নিষিদ্ধ করিবে; (চ) যেখানে কোন ব্যক্তি অপরাধের শিকার ভুক্তভোগী এবং

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	যাহার চিকিৎসা ব্যয় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে করিয়া দেওয়া হইয়াছে বা সরকার কর্তৃক চিকিৎসা ব্যয় বহন করা হইয়াছে এবং যাহার সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তবে শর্ত থাকে যে, এখানে যাহাই বলা থাকুক না কেন মেডিক্যাল কাউন্সেলিং বা চিকিৎসা ব্যয় ব্যতীত অন্য কোন ক্ষতি হইলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে তাহা বাধা প্রদান করিবে না; (ছ) যে ভুক্তভোগী বন্দী প্রচলিত আইন অনুসারে কারাদন্ডে দণ্ডিত হইয়া আটক রহিয়াছেন এবং তাহাকে আটকের সময় তাহার বিরুদ্ধে করা অপরাধের কারণে মানসিক আঘাত পাইয়াছেন; তবে শর্ত থাকে যে, ইহা ব্যতীত কোন কিছুই তাহার বিধি অনুযায়ী প্রচলিত আইন অনুসারে জরিমানা আদায় করিতে না পারার একমাত্র কারণ, কারাবন্দি হইয়া যাওয়ার কারণে মানসিক আঘাতের ক্ষতিপূরণের বিধানকে নিষিদ্ধ করিবে। (জ) যে ব্যক্তি প্রচলিত আইনের অধীনে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে; (ঝ) যে ব্যক্তি প্রচলিত আইনের অধীনে যে কোনও সংগঠিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন; (ঞ) অপ্রাপ্তবয়স্ক বা অপ্রকৃতিস্থ ভুক্তভোগী ব্যতীত এমন ব্যক্তি যিনি তাহার দ্বারাই তাহার বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধের জন্য প্ররোচনা অথবা আচরণের কারনে তাহার বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধের ভুক্তভোগী হইয়াছেন; (ট) যে ব্যক্তি অপরাধের আদালত কার্যক্রমে তদন্তের বিষয়ে

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	তথ্য বা অভিযোগ করেন না, যে ব্যক্তি মিথ্যা তথ্য বা অভিযোগ করে, যে ব্যক্তি তদন্ত বা মামলা পরিচালনা কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে না, বা যে ব্যক্তি অপরাধে জড়িত ব্যক্তিকে বাঁচানোর লক্ষ্যে একটি বিবৃতি দেয়, জবানবন্দি দেয় বা সাক্ষ্য জমা দেয় বা যে ব্যক্তি সেই উদ্দেশ্যে আদালতে এই ধরনের বিবৃতি বা জবানবন্দি দেয়, যা তদন্ত কর্তৃপক্ষের সামনে দেওয়া বক্তব্যের বিপরীত; (ঠ) যে ব্যক্তি অপরাধের জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী তাহার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অন্য যে কোনও উৎস হইতে আর্থিক সহায়তা বা ক্ষতিপূরণ পাইয়াছে বা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে; (ড) যে ব্যক্তিকে ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ হইতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য অযোগ্য বলিয়া মনে হয়; (ঢ) যে ব্যক্তি যিনি ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিতে চান না সে প্রসঙ্গে আবেদন করে; (ণ) যে ব্যক্তি এখনও আদালতের আদেশ অনুসারে এই ধরনের জরিমানা, দাবি করা পরিমাণ বা অন্য যে কোনও পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে পারে নাই বা সরকারকে ভুক্তভোগী ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত অন্যান্য অর্থ; (ত) যেখানে এটি ধরা হইয়াছে যে একটি মিথ্যা অভিযোগ করা হইয়াছে; (থ) অপরাধ সংগঠনের সময় অপরাধী এবং ক্ষতিগ্রস্থ উভয়ই অবিভক্ত পরিবারের সদস্য হইবার কারণে অপরাধীর ক্ষতিপূরণের সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	এমন ক্ষেত্রে এই ধরনের ভুক্তভোগী; তবে শর্ত থাকে যে, ইহার মধ্যে যাহা রহিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত শর্তাবলী অনুসারে ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হইবে নাঃ (১) অপরাধী তাহার বয়সের কারণে বা মানসিকভাবে নিরবচ্ছিন্নতার কারণে প্রচলিত আইন অনুসারে অপরাধমূলক দায় বহন করিতে বাধ্য নহেন; (২) যেখানে অপরাধী কর্তৃক ভুক্তভোগীর ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কোন আইনী বিধান নাই বা বিধান থাকিলেও যদি অপরাধী বা তাহার অবিভক্ত পরিবারের নামে কোন সম্পদ না থাকায় অথবা অন্য কোন কারণে যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে অপরাধ সংঘটনের পর অপরাধী অবিভক্ত পরিবারের হইতে আলাদা জীবনযাপন করে যাহার ফলে ভুক্তভোগীর পক্ষে তাহা আদায় করা সম্ভব না হইলে, বা (৩) একজন মহিলা যিনি ধর্ষণের শিকার এবং তাহার গর্ভজাত সন্তান।
ক্ষতিপূরণ প্রথম অগ্রাধিকার	২৭। প্রচলিত আইনে যে কোনও কিছুই থাকুক না কেন, যেখানে অপরাধীকে ক্ষতিগ্রস্থকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে, জরিমানার পাশাপাশি, সরকার দাবি করা পরিমাণ, দশ শতাংশ, বিশ শতাংশ ফি, জনসাধারণের দাবিতে প্রাপ্ত পরিমাণ বা অন্য কোনও পরিমাণ, রায় দ্বারা আদালত, অপরাধীর নিকট হইতে আদায়ের পরিমাণ হইতে এই আইন অনুসারে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণকে প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

সরকারি বকেয়া হিসাবে আদায় করা	২৮। অপরাধী এই আইন অনুসারে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির পক্ষে আদায়যোগ্য আদালতের আদেশ অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা না করিলে আদালত অপরাধীর অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি হইতে সরকারী বকেয়া হিসাবে পুনরুদ্ধার করিয়া ক্ষতিগ্রস্থকে প্রদান করিবে;
নির্ভরশীল শিশু বা অভিভাবক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ	২৯। এই আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আগে ভিকটিম মারা গেলে, তাহার উপর নির্ভরশীল তাহার সন্তান বা তাহার অভিভাবক এই পরিমাণ ক্ষতিপূরণের অধিকারী হইবে।
ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে পূর্বে প্রাপ্ত অর্থ কর্তন	৩০। এই আইন অনুসারে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পরিশোধ করার সময় অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণের জন্য তাহার বা দ্বারা প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ কাটিয়া নেওয়ার পরে কেবল অবশিষ্ট পরিমাণ সরবরাহ করা হইবে।
তহবিলে ক্ষতিপূরণ প্রদান	৩১। এই আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকার সম্পর্কে তথ্য প্রদানের তারিখ হইতে ছয় মাস অবধি ভুক্তভোগী যদি ক্ষতিপূরণ গ্রহণ না করিয়া থাকে তবে এই সময়ের পরে এইরূপ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তহবিলে প্রদান করা হইবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণের জন্য অন্য কারও অধিকার নাই: প্রচলিত আইনে যাহাই থাকুক না কেন এই আইনের ধারা ২৯ বা ৩০ অনুসারে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্ত অর্থের অন্য কারও অধিকারী থাকিবে না, যেখানে এই পরিমাণ ফেরত দেওয়া হইবে, তাহা বাদ দেওয়া হইবে।
ক্ষতিপূরণে অন্য কারো স্বত্ব থাকায় নিষেধাজ্ঞা	৩২। প্রচলিত আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই আইন

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	অনুসারে এই পরিমাণ ফেরত, কর্তন বা পুনরুদ্ধার করা ব্যতীত এই আইনের ধারা ২১ বা ২২ এর অধীন ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্ত অর্থে অন্য কাহারো অধিকার থাকিবে না।
ক্ষতিপূরণ শুল্ক সম্পর্কিত বিধানসমূহ	৩৩। (১) অপরাধী ক্ষতিপূরণ আদায়ের হিসাবে তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ প্রদান করিবে: (ক) দুইশত টাকা যেখানে এক বছরের কম কারাদন্ডের শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, (খ) চারশত টাকা যেখানে এক বছর হইতে দুই বছরের কারাদণ্ডের শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, (গ) ছয়শত টাকা যেখানে দুই বছর হইতে তিন বছরের কারাদণ্ডের শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, (ঘ) আট শত টাকা যেখানে তিন বছর হইতে চার বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, (ঙ) এক হাজার টাকা যেখানে চার বছর হইতে পাঁচ বছর কারাদণ্ডের শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, (চ) এক হাজার তিনশত টাকা যেখানে পাঁচ বছর হইতে আট বছরের কারাদণ্ডের শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, (ছ) এক হাজার আটশ টাকা যেখানে আট বছর হইতে বারো বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, (জ) দুই হাজার দুইশত টাকা যেখানে বারো বছরের উপরে কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হইলেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, (ঝ) দুই হাজার আটশত টাকা যেখানে দণ্ডিত হইয়া

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে; (২) যেই অপরাধীকে জরিমানা করা হইয়াছে এবং কারাদন্ডে দন্ডিত হইয়াছে তাহাকে যেই পরিমাণ জরিমানা করা হইয়াছে তাহার চার শতাংশ নির্ধারিত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে; (৩) যেখানে অপরাধীকে কারাদণ্ড ও জরিমানা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, সেই উপধারা (১) এর অধীনে কারাবাস হইতে এবং উপধারা (২) এর জরিমানার বিধান অনুসারে এই পরিমাণে ক্ষতিপূরণ শুল্ক প্রদান করিবে যাহা উচ্চতর হয়; (৪) সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিষয়ে রায় দেওয়ার সময় আদালত এই ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ আদায় নির্ধারণ করিবেন; (৫) এই বিভাগে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ আদায় তহবিলে জমা হইবে।
ক্ষতিপূরণ শুল্ক পরিশোধের দায় সমাপ্ত বলিয়া গন্য হইবে না	৩৪। (১) এমনকি যেই অপরাধের জন্য ক্ষতিপূরণ শুল্ক প্রদান করিতে হইবে ধারা ৩৩ অনুসারে তার জন্য যদি জরিমানা প্রদান করিতে হয় বা অন্য কোনও আর্থিক দায়বদ্ধতা বহন করিতে হয় বা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হয়, তবে ধারা ৩৩ এ উল্লিখিত প্রদানের দায় সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না। (২) এমনকি অপরাধীদের উপর আরোপিত শাস্তি ক্ষমা, স্থগিত, পরিবর্তিত বা হ্রাস করা বা প্রেরিত আইন অনুসারে প্রেরণ বা স্থগিত করা হইয়াছে এমন ক্ষেত্রেও, ধারা ৩৩ এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য অপরাধীর দায় সমাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে না।

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

ক্ষতিপূরণ শুল্ক প্রদানের বাধ্যবাধকতা কমাইয়া দেওয়ার বা প্রদান করিবার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা	৩৫। (১) কোন অপরাধী যদি ৩৩ ধারায় বর্ণিত ক্ষতিপূরণ শুল্ক পরিশোধ করিতে সক্ষম না হয়, তা হইলে সে সংশ্লিষ্ট আদালতে ক্ষতিপূরণ কমাইবার জন্য বা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ বাতিলের জন্য ভিত্তি, কারণ এবং প্রমাণ সহ একটি আবেদন করিতে পারিবে; (২) উপধারা (১) অনুসারে করা আবেদনের তদন্তের সময়, যেখানে আদালত মনে করেন যে, এই ধরনের অপরাধী ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবেন না, এমন যুক্তিসঙ্গত শর্ত রহিয়াছে, আদালত এই আদেশ দিতে পারে যে, ধারা ৩৩ এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে বা ইহা প্রদান করিবার বাধ্যবাধকতা প্রদান করা হইবে।
	সপ্তম অধ্যায় **অপরাধের ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর সহিত কৃত অপরাধসমূহ**
অপরাধের ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর সহিত কৃত অপরাধসমূহ	৩৬। (১) একজন ব্যক্তি যিনি- (ক) ভুক্তভোগী বা সাক্ষী আইনজীবি অফিসে এই ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হইতে বিরত থাকিতে বা যে কোনও বিচারিক বা আধা বিচারিক কার্যক্রমে সাক্ষ্য দেওয়ার বা এই ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে বা এই উদ্দেশ্যে সতর্ক করিতে ভুক্তভোগী বা সাক্ষীকে তাহার ব্যক্তি, খ্যাতি বা সম্পত্তি বা তাহার স্বার্থ রহিয়াছে, এমন কোন ব্যক্তির ব্যক্তি, খ্যাতি বা সম্পত্তিতে আঘাতের হুমকি প্রদান করে; অথবা (খ) ইচ্ছাকৃতভাবে ভুক্তভোগী বা সাক্ষীকে আঘাত করা যাতে

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	সে যে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট অভিযোগ দায়ের না করিয়া কিংবা কোন বিচারিক বা আধাবিচারিক প্রক্রিয়ার সামনে সাক্ষ্য প্রদান না করিয়া কিংবা প্রদত্ত সাক্ষ্য যাহাতে প্রত্যাহার করিয়া অথবা সাক্ষ্য প্রদানের প্রতিশোধ হিসাবে আঘাত প্রদান করিলে এবং তাহা যদি আদালতে প্রমাণিত হয় তা হইলে অনুর্ধ্ব দশ বছরের কারাদণ্ড এবং বিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হইবে। (২) যে কোনও ব্যক্তি- (১) ভুক্তভোগী বা একজন সাক্ষীকে স্বেচ্ছায় গুরুতর আহত করে; অথবা (২) অন্যায়ভাবে ভুক্তভোগী বা সাক্ষীকে সংঘবদ্ধ করিয়া এই ধরনের ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহিত এই ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা বা এই ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারিক বা আধা বিচারিক প্রক্রিয়া সাক্ষ্যদান বা এই ধরনের ভুক্তভোগীকে বাধ্য করা হইতে বিরত রাখার উদ্দেশ্য নিয়া অপরাধ বা সাক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার বা এই ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনী বিচার ব্যবস্থা গ্রহণ, বা এইরকম ক্ষতিগ্রস্থ অপরাধী বা সাক্ষী দ্বারা প্রদত্ত উদ্বেগ বা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য প্রতিশোধ হিসাবে বা আইন আদালতে বা এই জাতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণের আগে, একটি অপরাধ করে এবং একটি উপযুক্ত আদালত দোষী সাব্যস্ত হইলে বারো বছরের বেশি কারাদণ্ড এবং ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা হইতে পারে; (৩) যে কোনও ব্যক্তি-

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	(ক) জোর করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে বা কোনও প্রতারণামূলক উপায়ে, অফিসের অপব্যবহার বা বাধ্যতামূলক অন্য কোনও উপায়ে অপরাধের শিকার বা কোনও সাক্ষীকে কোনও স্থান ত্যাগের জন্য প্ররোচিত করে; অথবা (খ) অপরাধমূলক ক্ষতি, অনিষ্ট বা ধ্বংস করার উদ্দেশ্য পোষণ করে বা এমন করার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া অবগত হইয়া ঐ ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর এমন ক্ষতি, অনিষ্ট বা ধ্বংস ঘটায় এবং এ উদ্দেশ্যে বা প্রদত্ত আইন প্রয়োগকারী অফিসে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করনোর উদ্দেশ্য নিয়া কোন অপরাধ করে এবং উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে বারো বছরের বেশি কারাদণ্ড এবং ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হইবে; (৪) যেই ব্যক্তি কারণ সৃষ্টি করে — (ক) কোনও হয়রানি, ভয় দেখানো, জবরদস্তি, লঙ্ঘন, শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণা, অন্য ব্যক্তির সুনামের ক্ষতি বা অনিষ্ট; অথবা (খ) অন্য একজন ব্যক্তির চাকরির স্থানে চাকুরীর শর্তে বিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকিলে, কারণ যেমন বা ইহার ফলে যে ব্যক্তি কোনও তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন বা অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন বা আইন প্রয়োগকারী অফিস বা কোনও আদালত বা কমিশনের কাছে বিবৃতি দিয়াছেন সেই ব্যক্তির তথ্য প্রদানের ফলে বা অভিযোগ দায়ের করার ফলে বা কোনও আদালতে বা কমিশনের পূর্বে সাক্ষ্য প্রদান বা কোনও অপরাধের সংগঠন বা একটি মৌলিক অধিকার

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	লঙ্ঘনের অভিযোগ বা এইরূপ ব্যক্তির মানবাধিকার লঙ্ঘন এর কারনে প্রতিষ্ঠিত আইনী কার্যধারা, একটি অপরাধ করে এবং আইন দ্বারা অনির্বাচিত হইবে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক সাত বছরের বেশি মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে এবং পনের হাজার টাকা জরিমানা করা যাইতে পারে; (৫) যে কোনও ব্যক্তি- (ক) কোনও অপরাধের অনুসন্ধান পরিচালনা বা শুরু করিবার লক্ষ্যে প্রদত্ত তথ্য প্রাপ্ত হইলে; (খ) কোনও অপরাধের তদন্ত চলাকালীন তথ্য সংগ্রহ করিলে; অথবা (গ) অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অনুচ্ছেদ (ক) এবং (খ) -এ বর্ণিত এই ধরনের তথ্য প্রাপ্ত হইয়া, তাহা তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিলে, প্রকাশ করিলে বা অন্য কোন উপায়ে সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী বা একজন সম্ভাব্য সাক্ষী বা তথ্য প্রদানকারী যিনি এই ধরনের তথ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহার পরিচয় সম্পর্কিত কোনও তথ্য বা তাহার অংশ প্রচার করিলে, এবং ইহার মাধ্যমে সরল বিশ্বাস ব্যতিরেকে উক্ত ভুক্তভোগী, সাক্ষী বা তথ্য প্রদানকারীর জীবনকে বিপদে ফেলেন এবং - (১) আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন বিধান বা কার্যবিধি; (২) একজন বিচারকের দেওয়া আদেশ; অথবা (৩) আইন দ্বারা বা আইনের অধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে অপরাধ সংগঠন করে সেই ব্যক্তি যথাযোগ্য আদালতের সাজা

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	অনুসারে সর্বোচ্চ সাত বছর মেয়াদের কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ পনের হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইতে পারে; (৬) কোন অপরাধ সংগঠন করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, কিংবা সন্দেহ করা হইয়াছে এমন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে ঘুষ প্রদান করিলে বা করিতে চাইলে, যিনি- (ক) উক্ত অপরাধ করার কারণে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করিতে চাইতেছেন বা করিবার প্রস্তুতি নিতেছেন; অথবা (খ) উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও আইন প্রয়োগকারী অফিস, কমিশন বা আদালতে তথ্য বা সাক্ষ্য প্রদান করতে পারেন, তাহাকে মামলা করা হইতে বা সত্য তথ্য প্রদান বা সাক্ষ্য প্রদান হইতে বিরত রাখিতে, বা নিরুৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে উক্ত অপরাধ সংগঠন করে সেই ব্যক্তি যথাযথ আদালত কর্তৃক সর্বোচ্চ সাত বছর মেয়াদের কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ পনের হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন; (৭) কোন ব্যক্তি এই আইনে উল্লিখিত অফিস, বিভাগ বা কোন আদালত বা কমিশন সহ পুলিশ হইতে কোনও সুরক্ষা বা সহায়তা প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে, এমন কোন তথ্য সরবরাহ করেন, যা তিনি অসত্য বলিয়া জানেন বা তার বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে যে তথ্যটি অসত্য, এবং ঐ ব্যাক্তি এই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে সেই ব্যক্তি যথাযথ আদালত কর্তৃক সাত বছরের বেশি কারাদণ্ড এবং পনের হাজার টাকা জরিমানা দন্ডে দন্ডিত হইবেন;

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	(৮) যে ব্যাক্তি কোন অপরাধের ভুক্তভোগী বা সাক্ষী-এর সুরক্ষা প্রদানে নিয়োজিত আছেন বা সুরক্ষা প্রদানে সহায়তা করিতেছেন বা কোন অপরাধের ভুক্তভোগী বা সাক্ষী-এর সুরক্ষা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যের অধিকারী হন, এবং সরল বিশ্বাসে বা নিম্নলিখিত কারণসমূহ, যেমনঃ (ক) আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন বিধান বা পদ্ধতি; বা (খ) বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ; অথবা (গ) যে কোনও আইন দ্বারা বা কোনও আইনের অধীনে যথাযথভাবে অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ব্যাতিরেকে অপরাধের ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর প্রাপ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য অন্য ব্যক্তিকে সরবরাহ করিয়া ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর জীবনকে বিপদে ফেলিয়া দিলে উক্ত ব্যাক্তি এই আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটিত করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং ঐ ব্যাক্তি এই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে সেই ব্যক্তি যথাযথ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে সাত বছরের কারাদণ্ড এবং পনেরো হাজার টাকা জরিমানা দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ধারা ৩৬ এ উল্লিখিত অপরাধ সংগঠনের চেষ্টা বা প্ররোচনা অপরাধ হিসাবে বিবেচিত	৩৭। যে কোনও ব্যক্তি ধারা ৩৬ এ উল্লিখিত যে কোন অপরাধ সংগঠনের জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে অপরাধমূলক কাজ করিতে বা প্ররোচিত করিতে বা ইচ্ছাকৃতভাবে সহায়তা করিতে চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তি অপরাধে দোষী হইবে এবং হাইকোর্ট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইবে একই ব্যক্তির সাজা যেই বিভাগ দ্বারা, যেই অপরাধের জন্য প্রদত্ত শাস্তি;
ধারা ৩৬ এবং ৩৭ এ	৩৮। (১) (ক) ধারা ৮ বা ৯ এর অধীন একটি অপরাধ

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

উল্লিখিত অপরাধসমুহ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য	আমলযোগ্য এবং অ-জামিনযোগ্য এবং আপিল আদালতের ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ব্যতীত, এই রকম অপরাধের জন্য সন্দেহভাজন, অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত হওয়া কোন ব্যক্তি জামিনে মুক্ত হইবে না; (খ) জামিনে কোনও ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার সময়, যেই ব্যক্তির সাথে অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে এবং জামিন মঞ্জুরের সময় আদেশে নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের বা ঘনিষ্টতার উপর নিষেধাজ্ঞার শর্ত প্রদানের ক্ষমতা আপিল আদালতের থাকিবে; (২) ধারা ৩৬ বা ধারা ৩৭ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচার ঐ আদালতের অন্য যে কোনও কার্যসূচীর পূর্বে গ্রহণ করা হইবে এবং দৈনিক ভিত্তিতে চলমান থাকিবে এবং অনিবার্য পরিস্থিতি ব্যতীত, যাহা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ থাকিবে, এই বিচার চলাকালীন মূলতবী করা যাইবে না; (৩) যদি কোনও আদালতের অনুসন্ধানের পরে এমন কোন উপাদানের উপস্থিতি দেখা যায় যাহা হইতে আপাত দৃষ্টিতে এই উপসংহারে পৌঁছানো যায় যে, যেই ব্যক্তি তাহার কৃত অপরাধের অভিযোগের বিপরীতে জামিনে থাকাকালীন, ধারা ৩৬ বা ৩৭ এর অধীন কোন অপরাধ করিয়াছেন, তদন্ত পরিচালনাকারী আদালত তাহাকে প্রদত্ত জামিন বাতিল করিবেন এবং যেই অপরাধের বিপরীতে তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল তাহার বিচার শেষ হওয়া পর্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে আটক রাখিবেন।

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	অষ্টম অধ্যায় **অপরাধের শিকার ভুক্তভোগীদের এবং সাক্ষীদের জন্য সহায়তা ও সুরক্ষা বিভাগ**
অপরাধের শিকার ভুক্তভোগীদের এবং সাক্ষীদের জন্য সহায়তা ও সুরক্ষা বিভাগ	৩৯। (১) অপরাধের শিকার ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীদের সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশের মহাপরিদর্শক অফিসের সাথে পরামর্শক্রমে বা অফিস কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে জারিকৃত নির্দেশিকাবলী অনুসরণক্রমে 'অপরাধের ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সহায়তা এবং সুরক্ষা বিভাগ' (এই আইনে 'বিভাগ' হিসাবে উল্লিখিত) নামে একটি বিভাগ স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা করিবেন। (২) পুলিশের মহাপরিদর্শক মনোনীত একজন জেষ্ঠ্য পুলিশ সুপারকে বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হইবে। (৩) বিভাগের দায়িত্বসমূহ হইবে- (ক) সকল ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীদের প্রতি মানবিক মর্যাদার সহিত আচরণ করা; (খ) অপরাধের ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীদের কার্যকর ও প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদান করা; (গ) ভুক্তভোগী বা সাক্ষী নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইলে, দোভাষী নিযুক্ত করা; এবং (ঘ) এই আইনের ৩৬ ধারা বা ৩৭ ধারার অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ ভুক্তভোগী এবং সাক্ষী ও তাদের সম্পত্তি এবং ভুক্তভোগীদের উপর সংঘটিত হুমকি, প্রতিশোধ, ভয় দেখানো, প্রতিশোধ বা কোনও ক্ষতি, হয়রানি, জবরদস্তি বা লঙ্ঘন সম্পর্কিত অভিযোগ বা তথ্য সম্পর্কে, নিজেই বা

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	অন্য কোনও পুলিশ কর্মকর্তার সহায়তায় তদন্ত করা; (৪) কোন ভুক্তভোগী বা সাক্ষী বাংলাদেশ পুলিশের কাছে সহায়তা চাইলে তারা কেবলমাত্র ধর্ম, বর্ণ, বর্ণ, লিঙ্গ বা ভুক্তভোগীর জন্মস্থানের ভিত্তিতে কারও সহিত বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে না।
অপরাধের শিকার ভুক্তভোগীদের এবং সাক্ষীদের জন্য সহায়তা ও সুরক্ষা কর্মসূচী	৪০। (১) উক্ত বিভাগ অফিস কর্তৃক প্রণীত নির্দেশনা অনুযায়ী 'ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সহায়তা এবং সুরক্ষা কর্মসূচী' শীর্ষক প্রোগ্রামের আয়োজন করিবে যাহা ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ও প্রদত্ত হুমকি, ক্ষতি, প্রতিশোধ ও ভীতি হইতে সুরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করিবে; (২) উক্ত বিভাগের দায়িত্ব হইবে ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর সুরক্ষা বিধানের লক্ষ্যে উপধারা (১) অনুসারে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেমন একজন ভুক্তভোগী বা সাক্ষী যদি কোন হুমকি, ক্ষতি, প্রতিশোধ বা ভীতির সম্মুখীন হয় তা হইলে কী ব্যবস্থা নেয়া যাইতে পারে এবং কীভাবে একজন ভুক্তভোগী বা সাক্ষী সহায়তা ও সুরক্ষার জন্য আবেদন করিতে পারেন; (৩) এই বিভাগ ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সহায়তা এবং সুরক্ষা কর্মসূচীতে কোনও ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর অন্তর্ভূক্তি করিতে পারে- (ক) অপরাধের শিকার ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর করা অনুরোধের ভিত্তিতে; (খ) অফিস কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে;

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	(গ) আইন প্রয়োগকারী অফিস বা সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে; অথবা (ঘ) আদালত বা কমিশন হইতে প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে; (৪) একজন ভুক্তভোগী ব্যক্তি বা সাক্ষীর প্রতি সহায়তা এবং সুরক্ষার বিধান হুমকি যাচাই করিবার পর সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর সম্মতিতে বিভাগ দ্বারা কার্যকর করা হইবে; (৫) এই বিভাগ ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সহায়তা এবং সুরক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী বা সাক্ষীকে বিভাগের সহিত সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের জন্য বলিতে পারে।
	নবম অধ্যায় **অডিও-ভিজ্যুয়াল লিঙ্কের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ**
সমসাময়িক অডিও-ভিজ্যুয়াল লিঙ্কের মাধ্যমে সাক্ষ্য বা বিবৃতি গ্রহণ	৪১। (১) উপযুক্ত ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনবোধে অন্য কোন আইনের বিরুদ্ধে না যাইয়া আদালত একটি শনাক্তকরন প্রদর্শনী, তাৎক্ষণিক সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসাবাদ বা অন্য কোন তদন্ত বা একটি বিচারকার্যের ব্যবস্থা করিতে পারে বা একটি কমিশন তদন্ত বা জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা করিতে পারে বা একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তদন্তের ব্যবস্থা করিতে পারে; (ক) অপরাধের শিকার ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর ক্ষতিসাধন হইতে সুরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে; অথবা (খ) সমীচীন মনে হইলে অপরাধের শিকার ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর যেকোনো প্রমাণ বা বিবৃতির রেকর্ড সংশ্লিষ্ট

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	আদালত বা কমিশন বা আইন প্রয়োগকারী কার্যালয়ে তাহার ব্যক্তিগত উপস্থিতি ব্যতিরেকে প্রযুক্তিগত উপায়ে সমসাময়িক বা প্রায় সমসাময়িক অডিও ভিজুয়াল লিঙ্কেজ তৈরীর মাধ্যমে আদালত বা কমিশন বা আইন প্রয়োগকারী কার্যালয় হইতে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেকোনো অবস্থান হইতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষ্য বা বিবৃতি গ্রহণ করা যাইতে পারে; (২) উপধারা (১) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আদালত সাক্ষ্য বা বিবৃতি গ্রহণ ও রেকর্ডিংয়ের পূর্বে নিজেকে সন্তুষ্ট করিবেন যে সংশ্লিষ্ট অডিও ভিজুয়াল লিঙ্কেজ প্রযুক্তিগতভাবে নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য এবং একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা বা আদালত কর্তৃক মনোনীত কোন সরকারী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট দূরবর্তী জায়গায় উপস্থিত থাকিবেন, যেখান হইতে অপরাধের ভুক্তভোগী বা সাক্ষী সাক্ষ্য বা বিবৃতি দেওয়ার চেষ্টা করিবে; (৩) উপধারা (২) এর অধীন মনোনীত দূরবর্তী অবস্থান হইতে অপরাধের শিকার ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর সাক্ষ্য বা বিবৃতি গ্রহণ ও রেকর্ডিং শুরু করার আগে সংশ্লিষ্ট আদালত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর রেজিস্ট্রার এর সুপারিশ অনুযায়ী এবং ধারা ৪২ এর বিধান সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট অডিও ভিজুয়াল লিঙ্কেজ স্থাপন ও পরিচালনার জন্য অফিস হইতে প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং অন্যান্য সম্পদ গ্রহণ করিতে পারে; (৪) এই ধারার উদ্দেশ্যে ‘আদালত’ বলিতে এমন একটি আদালতকে বোঝানো হইয়াছে যেখানে যে কোন ফৌজদারি

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	কার্যক্রম পরিচালিত হইতেছে।
যেই সব ক্ষেত্রে অফিস ধারা ৪১ এর অধীনে সহায়তা প্রদান করিবে না	৪২। (১) (ক) যেখানে সংশ্লিষ্ট আদালত সুপারিশ করে যে:- এক, যদি দূরবর্তী স্থান হইতে সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর সাক্ষ্য বা বিবৃতি নেওয়া জাতীয় স্বার্থ তথা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি না হয়; দুই, ধারা ৪১ এর উপধারা (১) এর অধীনে চিহ্নিত দূরবর্তী স্থান হইতে ভুক্তভোগী ব্যক্তি বা সাক্ষীর সাক্ষ্য বা বক্তব্য গ্রহন করা সম্ভব না হইলে, সংশ্লিষ্ট আদালত তাহার মতামত আদালত, কমিশন বা আইন প্রয়োগকারী কার্যালয়কে জানাইবে; (খ) যেখানে আদালতের মতামত হইবে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে যে অন্য কোন উপযুক্ত বিকল্প দূরবর্তী স্থান হইতে প্রাপ্ত এই ধরনরে সাক্ষ্য বা বক্তব্য গ্রহণ করিতে হইবে, সেখানে আদালত সেই বিকল্প স্থানের আদালত, কমিশন বা আইন প্রয়োগকারী কার্যালয়কে সুপারিশ করিতে পারেন; ২। (ক) যখন আদালত এই বলে মতামত প্রকাশ করিবেন যে, নির্দিষ্ট দূরবর্তী স্থান হইতে অপরাধের শিকার ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর সাক্ষ্য রেকর্ডিং বা বক্তব্য গ্রহণ করা যথোপযুক্ত হইবে না, তখন সংশ্লিষ্ট আদালত, কমিশন, আইন প্রয়োগকারী কার্যালয় প্রাসঙ্গিক অপরাধের শিকার ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর সাক্ষ্য রেকর্ডিং বা বক্তব্য, সমসাময়িক অডিও ভিজুয়াল লিঙ্কেজ এর মাধ্যমে দূরবর্তী স্থান হইতে গ্রহণ করিবে না, পরবর্তীতে ধারা ৪১ এর উপধারা ৩ এর অধীনে অফিসের সংশ্লিষ্ট আদালত, কমিশন, আইন

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	প্রয়োগকারী কার্যালয়কে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য জিনিসপত্র সহায়তা দেওয়ার প্রয়োজন পরিবে না; (খ) যখন আদালত দুর্গম স্থান হইতে উপধারা ১ এর অধীনে সুপারিশক্রিত স্থানে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন ধারা ৪১ এর উপধারা ৩ এর অধীনে সংশ্লিষ্ট আদালত প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য জিনিসপত্র সহায়তা অফিসের নিকট হইতে নিতে পারে।
সাক্ষ্য বা বিবৃতি রেকর্ডিং এর প্রক্রিয়া	৪৩। (১) একটি আদালত বা কমিশন যদি বিধি ৪১ এর অধীনে ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর সাক্ষ্য নিতে চায়, তা হইলে প্রথমে তাহা ধারণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রসিকিউটরের নিকট হস্তান্তর করিবেন, সেইসাথে সাক্ষ্য গ্রহণের অনুর্ধ্ব ৩০ দিন পূর্বে ভুক্তভোগী, সাক্ষী বা অন্য যে কেউ যিনি এই সাক্ষ্যের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারেন বা তাহাদের প্রতিনিধিকে জানাইতে নোটিশ জারি করিতে হইবে; (২) এই আইনের বিধি ৪১, উপবিধি (২) এর অধীন একজন বিচারিক কর্মকর্তা বা কমিশন বা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দূরবর্তী স্থানে উপস্থিত থাকিবেন যেখানে ভুক্তভোগী বা সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করিতে ইচ্ছা পোষণ করিয়াছেন এবং ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর অথবা কোন প্রাসঙ্গিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিবেন এবং আদালত বা কমিশনে তাহার মন্তব্য ব্যক্ত করিবেন; (৩) আদালত বা কমিশনের সামনে উপস্থাপিত উপধারা (২) এর অধীন পেশকৃত রিপোর্ট এর বিষয়বস্তু এবং অন্য কোন প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করিয়া এই বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনিত হইবেন যে, ন্যায় বিচারের সর্বোচ্চ স্বার্থে এমন

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	সমসাময়িক অডিও ভিজুয়াল লিংকেজ এর মাধ্যমে প্রদত্ত সাক্ষ্য ও সংশ্লিষ্ট বিবৃতি উহার গ্রহনযোগ্যতা ও ব্যবহারের উপর ভিত্তি করিয়া গ্রহন করা যাইবে কিনা।
এই অংশ অনুসারে অডিও-ভিজ্যুয়াল লিঙ্কের মাধ্যমে সাক্ষ্য বা বিবৃতি গ্রহণ বা রেকর্ডিং	৪৪। এই আইনের এই ভাগে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় বিধানাবলি ব্যতিরেকে কোন আদালত, কমিশন বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অডিও ভিজুয়াল লিংকেজ এর মাধ্যমে অপরাধের শিকার ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর সাক্ষ্য বা বিবৃতি গ্রহণ করিতে পারিবে না।
	দশম অধ্যায় **সাধারণ**

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

দায়িত্ব পালনে হস্তক্ষেপ বা বাধা প্রদান	৪৫। আইনানুগ অফিস ব্যাতীত কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন ক্ষমতা, কাজ বা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন আদালত, কমিশন, অফিস, বোর্ড, বিভাগ বা কোন সরকারী বা বিচারিক কর্মকর্তাকে বাধা প্রদান বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং উক্ত অপরাধে যথাযথ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে উল্লিখিত ব্যাক্তি অনধিক সাত বছরের কারাদণ্ড ও অনধিক ২০ হাজার টাকা দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
গোপনীয়তা	৪৬। (১) এই আইনের বিধিসমূহ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে যদি প্রয়োজনীয় না হয়, সেই ক্ষেত্রে কোন বিচারিক বা আধা বিচারিক প্রক্রিয়ায় কেউ, ভুক্তভোগী বা সাক্ষী কোন সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা সেই ব্যাপারে তথ্য পাইতে ভুক্তভোগী বা সাক্ষীকে বাধ্য করতে পারিবেন না; (২) এই আইনের বিধানগুলি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনও আইনের বিধান মানিয়া চলা ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে একজন ভুক্তভোগী বা সাক্ষী এই আইনের অধীনে সহায়তা বা সুরক্ষা পাইতেছে বা পাইয়াছে কিনা তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য করিবে না।
সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার মূল্যায়ন	৪৭। কোনও আদালত বা কমিশনে অপরাধের শিকার ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর দ্বারা প্রদত্ত সাক্ষ্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, ভুক্তভোগী বা সাক্ষী এই আইনের অধীনে কোন সহায়তা বা সুরক্ষা পাইয়াছেন, তাহা প্রাসঙ্গিক বলিয়া গণ্য হইবে না।
এই আইনের বিধানগুলো যেখানে প্রাধান্য পাইবে	৪৮। এই আইনের বিধানগুলি অন্য যে কোনও আইনের বিপরীতে যে কোনও কিছুর সাংঘর্ষিক হওয়া সত্ত্বেও কার্যকর

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	হইবে এবং তদানুসারে এই আইনের বিধান এবং অন্যান্য এই ধরনের আইনের বিধান বা দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানসমূহ প্রাধান্য পাইবে।
অফিসে সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগ	৪৯। (১) অফিসের অনুরোধে, সরকারী চাকরীর যে কোনও কর্মকর্তা, উক্ত কর্মকর্তা বা ঐ কর্মকর্তা যার দ্বারা বা অধীনে কর্মরত সেই মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সম্মতিতে অফিস কর্তৃক নির্ধারিত সময়কালের জন্য অফিসে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইতে পারেন বা অনুরূপ সম্মতিতে অফিসে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইতে পারেন। (২) যেখানে অফিস এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয় যে সরকারের সাথে চুক্তিভুক্ত হইয়া একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকারের সেবা দিতে রাজি হইয়াছেন, চুক্তির বাধ্যবাধকতাগুলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এই ব্যক্তির দ্বারা অফিসে যে কোনও সময়কালীন পরিসেবা সরকারের সেবা হিসাবে গণ্য হইবে।
অফিসের কর্মকর্তাগণ সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে গন্য হইবে	৫০। বোর্ডের সদস্যগণ, মহাপরিচালক এবং সমস্ত অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী, অফিস কর্তৃক নিযুক্ত পরামর্শদাতা এবং উপদেষ্টাগণ যথাক্রমে দন্ডবিধি এবং ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুসারে সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন।
ব্যক্তি পর্ষদ সমূহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	৫১। এই আইনের অধিনে কোন ব্যক্তি পর্ষদ দ্বারা যদি কোন অপরাধ সংঘটিত হয়, তখনঃ (ক) যদি সেই ব্যক্তি পর্ষদ কোনও সংস্থা হয়, প্রতিটি

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	পরিচালক, কার্যাধ্যক্ষ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সেই সংস্থার সচিব; (খ) যদি সেই ব্যক্তি পর্ষদ একটি প্রতিষ্ঠান হয় তবে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি অংশীদার এবং ইহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা; (গ) যদি সেই ব্যক্তি পর্ষদ একটি সমন্বিত সংস্থা না হয় তা হইলে প্রত্যেক আলাদা ব্যক্তিই যিনি এই ধরনের সংস্থার সদস্য এবং ইহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা; এবং (ঘ) যদি সেই ব্যক্তি পর্ষদ কোন স্থানীয় কার্যালয় বা অন্য কোন স্থানীয় কার্যালয় সম্পর্কিত আইন দ্বারা বা আইনের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে সভাপতি অপরাধে অভিযুক্ত হইবে। তবে যাহাই হোক না কেন, যে কোনও পরিচালক, ম্যানেজার, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং যে কোনও কর্পোরেটের সচিব বা প্রত্যেক অংশীদার এবং যে কোনও ফার্মের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা প্রত্যেক সদস্য এবং একটি অন্তর্ভুক্ত সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা কোনও স্থানীয় অফিসের চেয়ারম্যান হিসাবে এই বিধির অধীনে কোনও অপরাধের জন্য দোষী হইবেন না, যদি তিনি এই মর্মে আদালতের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন যে, এই ধরনের অপরাধ তাহার অজান্তেই সংঘটিত হইয়াছিল বা তিনি এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।
প্রবিধান	৫২। (১) অফিসের সুপারিশে মাননীয় মন্ত্রী এই আইনের অধীন সুপারিশকৃত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	পারেন এবং এ সকল বিধি কার্যকরের ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারেন। (২) উপধারা (১) এর অধীন প্রণীত প্রতিটি বিধান গেজেট আকারে প্রকাশিত হইবে এবং বিধি অনুসারে উক্ত গেজেট প্রকাশের তারিখে বা পরবর্তী যেকোন সময়ে কার্যকর হইবে। (৩) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ গেজেট আকারে প্রকাশের পর সুবিধাজনক সময়ে সংসদের সামনে উপস্থাপন করিতে হইবে। এমন যেকোন আইন যাহা গৃহীত হয়নি, তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে, তবে এই আইনের অধীন যাহা হইয়াছে তাহার প্রতি কোন পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব রাখা যাইবে না। (৪) কোন আইন বাতিল হইলে উক্ত দিন উল্লেখপূর্বক গেজেট জারি করিতে হইবে।
যেকোনো অসঙ্গতিতে বাংলা পাঠের প্রাধান্য	৫৩। এই আইনের বাংলা এবং ইংরেজী পাঠের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি ঘটিলে, বাংলা পাঠটি প্রাধান্য পাইবে।
	একাদশ অধ্যায় **বিবিধ**
তহবিল হইতে সরবরাহ	৫৪। যদি কোন অপরাধীর বয়স, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, কূটনৈতিক দায়বদ্ধতা এবং যে কোন কারণে অপরাধের দায় বহন করিতে না হয় সেক্ষেত্রে অপরাধীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হইবার কারণে ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ তহবিল হইতে প্রদান করা হইবে।
ক্ষতিপূরণ দাবি	৫৫। যে কোনও অপরাধে মামলা করার সময়, প্রথম

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.

	ধাপের ভুক্তভোগী, দ্বিতীয় ধাপের ভুক্তভোগী এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য সুস্পষ্ট দাবি জানাইতে হইবে।

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020.